ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 6 July, 2023 ■ আগরতলা ৬ জুলাই ২০২৩ ইং ■ ২০ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শরদকে সরিয়ে এনসিপির সভাপতি পদে ভাইপো অজিতর নাম ঘোষণা বিদ্রোহীদের

মুম্বাই, ৫ জুলাই।। এনসিপির রাজনৈতিক যুদ্ধ গভীরতর হচ্ছে। এখন অজিত পাওয়ার গোষ্ঠী শরদ পাওয়ারকে এনসিপি'র জাতীয় সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে অজিত পাওয়ারকে নতুন জাতীয় সভাপতি করেছে। নির্বাচন কমিশনকে লেখা চিঠিতে এ কথা বলা হয়েছে। এর আগে অজিত পাওয়ার বলেছিলেন যে শরদ পাওয়ার তাঁর দলের সভাপতি।

এখন শরদ পাওয়ারকে কটাক্ষ করে অজিত পাওয়ার বলেছেন যে সরকারি চাকরি হোক বা রাজনীতি, অবসর নেওয়ার একটা বয়স আছে। আপনারও অবশ্যই সেই পথে এগোন উচিত ও আশীর্বাদ করবেন। অজিত পাওয়ার বলেছেন যে আমাদের সিনিয়ররা বলেছেন যে ২০২৪ সালে কেবল নরেন্দ্র মোদীই ক্ষমতায় আসবেন। দেশে যখন মোদী ছাড়া বিকল্প নেই, তখন তাকে সমর্থন করতে সমস্যা কী?

সূত্রের খবর, ৩০ জুন এনসিপির ৪০ জন বিধায়কের সমর্থনের চিঠির সঙ্গে অজিত পাওয়ারকে এনসিপির সভাপতি করার তথ্য নির্বাচন কমিশনে পাঠানো হয়েছিল। যা কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন পায় গত ৫ জুলাই।সূত্রের খবর, ৩ জুলাই নির্বাচন কমিশন জয়ন্ত পাটিলের (শরদ পাওয়ার গোষ্ঠী) থেকে একটি চিঠিও পায়। যেখানে বলা হয়েছিল যে অজিত পাওয়ারের সঙ্গে শপথ নেওয়া ৯ জন বিধায়কের বিরুদ্ধে অযোগ্যতার পদক্ষেপের জন্য একটি আবেদন করা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন যদি অজিত পাওয়ারের দাবির ওপর শুনানি করে, তাহলে তাদের পক্ষ (শারদ পাওয়ার গোষ্ঠী) না শুনে শুনানি করা উচিত নয়।

তিন দিন আগে রবিবার উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর জাতীয় সভাপতির প্রশ্নে অজিত পাওয়ার বলেন, আপনারা কি ভুলে গেছেন যে শরদ পাওয়ার দলের জাতীয় সভাপতি। মহারাষ্ট্রের উন্নতির জন্য আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এনসিপি নেতা প্রফুল্ল প্যাটেল বলেছেনন যে আমরা তাকে (শারদ পাওয়ার) হাত জোড় করে অনুরোধ করছি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিনিয়র নেতা ও কর্মীদের ইচ্ছাকে সম্মান করার জন্য। তাঁর আশীর্বাদ সর্বদা আমাদের এবং দলের উপর থাকুক। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ের নিখোঁজ কিশোর উদ্ধার পানিসাগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর থেকে উদ্ধার হলো এক নিখোঁজ কিশোর। খোয়াইয়ের মধ্যগনকি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঐ কিশোরকে তার পরিজনদের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ।

সংবাদ সূত্রে জানা যায়, ১ জুলাই খোয়াইয়ের তবলাবাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়েছিলো মধ্যগনকি গ্রাম পঞ্চায়েতের অজয় শুক্ল দাসের ছেলে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে হেঁটে তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশনে পৌঁছায়। রেলে পানিসাগরে গিয়ে হোটেলে কাজ নেয় সে। নিখোঁজের ঘটনা জানার পর খোয়াই থানার ওসি রাজকুমার জমাতিয়া বিভিন্ন থানাকে এ বিষয়টি অবগত করেন।

এই তথ্যের ভিত্তিতে পানিসাগর থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশ ঐ কিশোরকে উদ্ধার করে খোয়াই থানার হাতে তুলে দেয়। ছেলেকে কাছে পেয়ে স্বভাবতই খুশি গোটা পরিবার। বিশেষত ঘরের ছেলে ঘরে ফেরায় কিশোরের মায়ের চোখমুখে আনন্দের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বুধবার বিকেলে মা ও ছেলে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন। কিশোরের মুখে তার পলায়নের কাহিনী শুনলে চমকেউঠবেন যে কেউ।

কংগ্রেস ও তৃণমূলের একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব পদ্ম শিবিরে

সিপিএমের সাথে আঁতাত করে কংগ্রেস দেওলিয়াপনার প্রমাণ দিয়েছে ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। ত্রিপুরায় কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসে ধস নেমেছে। বিজেপির থাবায় ওই দুই বিরোধী দল রীতিমতো দিশেহারা হয়ে পড়েছে। কারণ, ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের লড়াকু নেতা রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ—র পুত্র আশীষ লাল সিংহ আজ কর্মীদের সাথে নিয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। পাশাপাশি প্রদেশ কংগ্রেস নেতা প্রশান্ত ভট্টাচার্যও আজ বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। আজ প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য ও পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী তাদেরকে দলে বরণ করে নিয়েছেন। বিজেপি দলে যোগদান করে প্রশান্ত ভট্টাচার্য কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বমর্নের বিরুদ্ধে বোমা ফাটিয়েছেন।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বামগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ত্রিপুরায় কংগ্রেস দলের অস্তিত্ব ফুরিয়ে গেছে। এয়োদশ বিধানসভার নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে আঁতাত করে কংগ্রেস দল রাজনীতির দেউলিয়াপনা প্রমাণ করে দিয়েছে।

তাঁর কথায়, এক সময় ত্রিপুরায় প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ সহ কংগ্রেস দলের নেতৃত্বরা কমিউনিস্টদের সাথে লড়াই করেছিলেন।ত্রিপুরায় কংগ্রেস দলকে প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বস্ব বলিদান দিয়েছিলেন তাঁরা। আজ সেই কংগ্রেস দল সমস্ত বলিদান ভুলে গিয়ে এয়োদশ বিধানসভা নির্বাচনে কমিউনিস্টদের সাথে হাত মিলিয়েছে। বামগ্রেসের এই অশুভ আঁতাতকে পশ্চিমবঙ্গের মতো ত্রিপুরার সাধারণ মানুষও বর্জন করেছেন।

তাঁর কটাক্ষ, কংগ্রেসের এই দেউলিয়াপনার বিরুদ্ধে দলের একাংশ নেতৃত্ব সোচ্চার হয়ে বিজেপিতে যোগদান করছেন। তাঁদেরকে বিজেপি স্বাগত জানিয়েছে। আগামী দিনে তাসের ঘরে মতো ভেঙে যাবে বামগ্রেসের জোট।

সাথে শ্রী চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জিরো টলারেন্স নীতি বিশ্বের দরবারে ভারতকে অন্যতম দেশ হিসেবে পরিচিতি দিয়েছেন যা অতুলনীয়। তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন, ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে তিন শতাধিক আসন নিয়ে পুনরায় কেন্দ্রে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। সাথে তিনি উন্নয়নের লক্ষ্যে বামগ্রেসের দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করার জন্য সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিন বিজেপি দলে যোগদান করে কংগ্রেসের দলত্যাগী নেতা প্রশান্ত ভট্টাচার্য বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের বিরুদ্ধে বোমা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় ৩ কুখ্যাত চোর পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। বুধবার পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ তিন চোরকে পাকড়াও করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে লেপটপ, গাড়ির ব্যাটারি, মোবাইল ফোন, জলের পাম্প ইত্যাদি। এই চোখটা জড়িত অন্যান্যদের আটক করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। শহরের প্রায় সব চুরির সাথে এই চক্রটি যুক্ত বলে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার কিরন কুমার কে জানিয়েছেন।

রাজধানী শহরেও চুরি ছিনতাই এর ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। পুলিশ জালে তুলতে গত বেশ কিছুদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জানা যায় মঙ্গলবার শহরে একটি টমটম থেকে ব্যাটারি চুরি হয়। এরই সূত্র ধরে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে তিন চোরকে।

ধৃতরা হলো আশিস কুমার সাহা, কমল কর ও বাপী দেবনাথ। জেলা পুলিশ সুপার পি কিরন কুমার কে বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে জানান গোটা চক্রকে জালে তোলার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত থাকবে।

বোলেরো ও ইকো গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতর আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। বোলেরো ও ইকো গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন এক মহিলা যাত্রী। বুধবার সাত সকালে মেলাঘর মোটরস্ট্যান্ড সংলগ্ন লাল মিয়া চৌমুহনীর স্থানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন আহতকে উদ্ধার করে মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন।

স্থানীয় মানুষ জানিয়েছেন, আজ সকালে বোলেরো ও ইকো গাড়ি দুটি মেলাঘরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। মেলাঘর মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন লাল মিয়া চৌমুহনী এলাকায় আসতেই বোলেরো গাড়িটি এসে ইকো গাড়িতে সজোরে ধাক্কা দিয়েছে। তাতে বোলেরো গাড়িতে থাকা বকুল বিবি নামে এক যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। স্থানীয় মানুষ বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাই আহতকে উদ্ধার করে মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু ঘাতক গাড়ির চালক গাড়ি রেখে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, বর্তমানে আহত বকুল বিবি মেলাঘর হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ।

ড্রেনের জলে বাড়ি থৈথৈ প্রশাসন নির্বিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। নরসিংগড় পঞ্চায়েত অফিসের পিছনে নরসিংগড় পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুভাষ বিশ্বাস এর বাড়ির সঙ্গেই রয়েছে একটি জলের বিশাল ড্রেন। দীর্ঘ দিন ধরে ড্রেনটি পরিষ্কার না করার ফলে বন্ধ হয়ে যায় প্রায় কয়েক বছর ধরে। এর কারণে সুভাষ বিশ্বাসের পরিবার প্রতি বছর বৃষ্টির দিনে বন্যায় ক্ষতির সম্মুখীন হন।

সুভাষ বিশ্বাস পঞ্চায়েতে জানতে চাইলে পঞ্চায়েত বলে বাজেট হলেও কাজ করানোর লোক পায়নি। এ নিয়ে প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ককে জানিয়েও কাজ হয়নি। মঙ্গলবার রাতের বৃষ্টিতে উনার ঘরে হাঁটু জল হয়। বর্তমানেও ড্রেনটির কাজ না হওয়ার কারণে উনার ঘরে জল জমে আছে। শেষ পর্যন্ত কোনো উপায় না পেয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সংলিষ্ট দপ্তর, পঞ্চায়েত, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছে কাতর আবেদন জানান উনাকে এই অবস্থা থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করতে।

যদি রেগার মাধ্যমে রাস্তার কাজ, পুকুর খনন, আর ফিশারির মাধ্যমে কৃষি জমির কাজ করতে পারে তাহলে কেনো পঞ্চায়েত এই ড্রেনটি করতে পারছেনা। বাজেট থাকা সত্বেও পঞ্চায়েত কাজের লোক পায়না তা কি করে সম্ভব। অবিলম্বে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

তেলিয়ামুড়া স্টেশন চত্বরে পার্কিং নিয়ে ক্ষুব্ধ যান চালকরা, দিনভর উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ জুলাই।। আচমকাই তেলিয়ামুড়া ত্রিশাবাড়ি রেল স্টেশন চত্বরে পার্কিং ইস্যু নিয়ে জটিল পরিস্থিতি তৈরি হলে বিক্ষোভে ফেটে পরেন টমটম চালক থেকে শুরু করে অটোরিকশা সহ বিভিন্ন স্তরের যান চালকরা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বুধবার সকালে যখন টমটম সহ অটোরিকশা চালকরা ত্রিশাবাড়ি স্থিত রেল স্টেশনে প্রবেশ করতে যান, তখন গিয়ে দেখেন প্রবেশ মুখে বড় আকারের একটা বাঁশ লাগানো এবং এখানটায় পার্কিং সংক্রান্ত নির্দেশ নামা জারি হয়েছে। গোটা বিষয় সম্পর্কে অবগত হতে পেরে সংশ্লিষ্ট যান চালকরা জানতে পারেন যে এখানকার জনৈক রুবেল দাস নামের এক যুবক নাকি টেন্ডার পেয়েছেন এবং সেই টেন্ডার মোতাবেক যারাই রেল স্টেশন চত্বরের তিনশত মিটারের মধ্যে বিভিন্ন যানবাহন নিয়ে প্রবেশ করবেন তাদেরকে প্রতিদিন ২০ টাকা করে পার্কিং ফ্রি হিসেবে দিতে হবে। এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার সাথে সাথে প্রতিবাদে সোচ্চার হন টমটম সহ অটোরিকশা চালকেরা।সমস্ত যান চালকেরা সম্মিলিতভাবে দাবি করতে থাকেন যদি তাদের"কে পার্কিং ফি দিতে হয় তাহলে তারা স্টেশনের মধ্যে প্রবেশ না করে বাইরে অর্থাৎ জাতীয় সড়কের মধ্যেই অবস্থান করে যাত্রী পরিবহনের কাজ করবে। দিনভর এই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাটির ঘর ধসে পড়ে মৃত্যু মহিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি,কল্যাণপুর, ৫ জুলাই।। মাটির ঘরে ধস পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক মহিলা সহ চার গৃহপালিত প্রাণীর। কল্যাণপুর ঘিলাতলী এলাকার ওই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিবারের সদস্যরা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে মহিলাকে মাটির নীচ থেকে উদ্ধার করে কল্যানপুর হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই মহিলাকে মৃত বলে ঘোষনা করেন।

আজ সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন এলাকার বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, কল্যাণপুর ব্লকের চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব পাল সহ অন্যরা। স্থানীয় বিধায়ক ওই পরিবারকে সমস্ত রকম সরকারি সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। মৃতার স্বামী জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে খাওয়া দাওয়া শেষ করে তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী সরকার (৫৬) নিজ ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। রাত আনুমানিক ৩টা নাগাদ বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে অন্য ঘরে থাকা পরিবারের সদস্যরা ছুটে এসে প্রত্যক্ষ করেন মাটির ঘরে ধ্বস পড়েছে।পরিবারের সদস্যদের চিৎকার চেচামেচিতে জড় হয়েছে এলাকাবাসী। এলাকাবাসীর সহায়তায় পরিবারের সদস্যরা মাটির নিচ থেকে সাবিত্রী সরকারকে উদ্ধার করে কল্যানপুর হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষনা করেন।

তিনি আরও জানিয়েছেন, ঘরের চারদিকের দেওয়াল ভাঙা ছিল। গতকাল রাতে কল্যানপুর এলাকায় টানা ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছিল, তাতে ঘরটি ভেঙে পড়েছে বলে জানান তিনি। গতকাল রাতে মাটি চাপা পড়ে সাবিত্রী সরকারের সাথে চারটি গৃহপালিত প্রানীও মারা গিয়েছে।

পঞ্চাশ লক্ষ টাকার গাঁজা উদ্ধার, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।।নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠনে সাফল্য পেয়েছে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নাকা পয়েন্টে ১০ চাকার লরিতে তল্লাশি চালিয়ে ৩৩৭ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে বলে জানিয়েছেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী। সাথে বহিঃ রাজ্যের গাড়ি চালককে আটক করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত শুকনো গাঁজার বাজার মূল্য আনুমানিক পঞ্চাশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, গোপন সুত্রে খবর আসে ত্রিপুরা থেকে অসমের উদ্দেশ্যে লরি করে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী পাচার করা হবে। সেই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলে ডুবে মৃত দুই শিশুর পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দিল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ জুলাই।। জলে ডুবে মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যু হওয়া দুই শিশু কন্যার বাড়িতে গেলেন উপজাতি কল্যান দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। গতকাল সকাল নাগাদ তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার দক্ষিণ গোকুল নগর এডিসি ভিলেজ এর মানিক বাজারের মঙ্গলজয় পাড়ার বাসিন্দা দারুকা দেববর্মার শিশু কন্যা এমি দেববর্মা এবং রূপিনী পাড়ার বাসিন্দা বিকাশ দেব্বরমার শিশু কন্যা এলিসা রুপিনী দুজনে বাড়ির পাশে খেলাধূলা করতে গিয়ে বাড়ির পাশের পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু হয় তাদের।

এই হৃদয়বিদারক ঘটনার খবর পেয়ে বুধবার মহকুমা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিয়ে গোকুলনগর এডিসি ভিলেজের মঙ্গলজয় পাড়া এবং রূপিনী পাড়াস্থিত জলে ডুবে মৃত দুই শিশু, এলিসা রুপিনী এবং এমি দেববর্মার বাড়িতে যান কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।তিনি তাদের বাড়িতে গিয়ে তাদের পরিবারের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং তাদের পরিবারের হাতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক অনুদান স্বরূপ চার লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহযোগিতা করেন।তাদের পরিবারের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর উপজাতি কল্যান দপ্তরের মন্ত্রী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে কংগ্রেসে সুদিন ফিরিয়ে আনতে সুদীপকে সাথে নিয়ে দিল্লী গেলেন আশীষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি খাড়গের সঙ্গে সুদীপ কে নিয়ে বৈঠক করলেন নবনিযুক্ত প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। ২৪ এর লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ঘর গোছানোর কাজটি সেরে ফেলতে চান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

রাজনৈতিক মহল বলছে ঘর গোছানোর চেয়েও কংগ্রেসের ভবন দখলের মরিয়া চেষ্টা চলছে। পরোক্ষে অতীতের মত বর্মন শিবির কংগ্রেস ভবনে রাজ করতে চলেছে এমনটাই খবর সূত্রের। তাই সভাপতির কাঁধে নাটাই রেখে সুতোটা নিজের দখলে রেখেছেন সুদীপ। প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ এর অসুস্থতার সুযোগকে কাজে লাগে আশীষ কে দলের সভাপতি করার পেছনেও সুদীপের হাত রয়েছে এ নিয়ে দলের মধ্যে চর্চা হচ্ছে। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটলো দলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদকও মুখপাত্র প্রশান্ত ভট্টাচার্যের বিজেপিতে যোগদান। একের পর এক দলের ভাঙ্গন ঠেকাতে কি অস্ত্র প্রয়োগ করবেন তা নিয়েই এ আই সি সি শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করতে দিল্লী উড়ে গেলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ সাহা এবং কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। এই কথাগুলো বলছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতৃত্ব।

রাহুল গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করেনল প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ সাহা এবং বিধায়ক সুদীপ বর্মন।

যারা একসময় পোস্ট অফিস চৌমুহনী কংগ্রেস ভবনে বসে কংগ্রেসের জন্য জপ করতেন। তাদের এখন দেখা মেলাই ভার। আগে সন্ধ্যা হলে কংগ্রেস ভবন সামনে কর্মী সমর্থকদের ভিড়ে গমগম করত। এখন কংগ্রেস ভবনের সামনে হাতেগোনা কয়েকজন লোক দেখা যায়। বেশিরভাগ সময় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। রাজনৈতিক মহল বলছে এই কংগ্রেসের সুদিন ফিরিয়ে আনতে এবার আশীষ কে দলের শীর্ষে বসিয়ে দাবার গুটি চালাচ্ছেন বকলমে সুদীপেই। দেখার বিষয় ২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে দলকে কিভাবে সাজান নতুন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। তাই দিল্লিতে গিয়ে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকা অর্জুন খারগের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিষেবার উন্নতির লক্ষ্যে বিদ্যুৎমন্ত্রী বৈঠক করলেন নিগমের আধিকারীকদের নিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। বিদ্যুৎ পরিষেবার উন্নতিকল্পে মন্ত্রীর বৈঠক বিদ্যুৎ পরিষেবাকে বর্তমান অবস্থা থেকে আরো উন্নত করতে বুধবার রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করলেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। এদিন মন্ত্রী নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা, মহাপ্রবন্ধক, প্রবন্ধক এবং উপ প্রবন্ধক সহ অন্যান্য আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন।

তাছাড়া বর্ধিত আগরতলার ইঞ্জিনিয়ার সহ অন্যান্য বিদ্যুৎ কর্মীদের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন মন্ত্রী। বৈঠকে মন্ত্রী বলেন, বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নে রাজ্যের সমস্ত এলাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মী এবং গাড়িসহ যাবতীয় সরঞ্জাম সব দেওয়া হবে। ঝড় বৃষ্টিতে লাইনের ক্ষতি হতে পারে। ট্রান্সফরমার বিকল হতে পারে। লাইনে গাছের ডালা পড়তে পারে। কিংবা অন্যান্য সমস্যা হতে পারে। কিন্তু যেকোনো পরিস্থিতিতে পরিষেবা দ্রুত সারাই করে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে হবে। মন্ত্রী নিগমের আধিকারিকদেরকে বিভিন্ন এলাকায় ঝটিকা সফর করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

নির্দেশ অনুযায়ী বৃহস্পতিবার থেকে নিগমের আধিকারিকরা বিভিন্ন এলাকা সফর শুরু করেছেন। আধিকারিকরা সংশ্লিষ্ট এলাকার সাধারণ মানুষের বক্তব্য সহ ব্যবসায়ীদের এবং অন্যান্য সরকারি আধিকারিকদের বক্তব্য শুনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের উদ্যোগ নেবেন। মন্ত্রী বলেন বিদ্যুৎ ক্ষেত্র এখন সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্র প্রয়োজনে কর্মী আধিকারিকদেরকে ওভারটাইম কাজ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন মন্ত্রী।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২৬১ ▫ ৬ জুলাই ২০২৩ইং ▫ ২০ আষাঢ় ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

কমিতেছে ভূগর্ভস্থ জল

মাটির তলদেশ থেকে ক্রমাগত পানীয় জল কিংবা কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় জল তুলিতে তুলিতে পৃথিবীর আবর্তনের অক্ষ বদলাইয়া যাইতেছে। গবেষণায় এমনই দাবি করা হইয়াছে। গবেষণাপত্রটি সম্প্রতি 'জিওফিজিক্যাল রিসার্চ লেটারস' জার্নালে প্রকাশিত হইয়াছে।গবেষণাপত্রে জানানো হইয়াছে, ১৯৯৩ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে প্রায় ২১৫০ গিগাটন ভূগর্ভস্থ জল তুলিয়া নেওয়া হইয়াছে। ১ গিগাটনের অর্থ ১০০ কোটি মেট্রিক টন বা ১ লক্ষ কোটি কেজি। বিজ্ঞানীদের দাবি, এই পরিমাণ ভূগর্ভস্থ জল তুলিয়া নেওয়ার জেরে পৃথিবীর অক্ষ প্রতি বছর পূর্বের দিকে ৪.৩৬ সেন্টিমিটার সরিয়া যাইতেছে।গবেষণাটির সঙ্গে যুক্ত রহিয়াছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বিজ্ঞানীরা। সোল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী কি-ওন সিও, তাওন জিওন, জি-সুং কিম এবং কুকিওন ইয়ম, দক্ষিণ কোরিয়ার এক বিশ্ববিদ্যালয় কুংপং ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির জিওং ইয়ম। এ ছাড়া, মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দংরিওল রু, হংকং পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটির জিয়ানলি চেন, আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস-এর ক্লার্ক আর উইলসন। বিজ্ঞানী দলটি জানাইয়াছে , পৃথিবীর অক্ষের যে পরিমাণ স্থানবদল ঘটিয়াছে, তাহা খুবই নগণ্য। ফলে মানব জীবনে এর প্রভাব এখনই বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু মাটির তলা থেকে এই বিপুল পরিমাণ জল তুলিয়া নেওয়া সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।পৃথিবীর উত্তর মেরু থেকে কেন্দ্র হইয়া দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে এক কাল্পনিক অক্ষরেখা। নিজের এই অক্ষের চারপাশে আবর্তন করিয়া চলিতেছে পৃথিবী। বিজ্ঞানীরা বহু আগে থেকেই জানেন, পৃথিবীর উপরিভাগ ও ভিতরে ভরের বণ্টনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক ভাবেই মেরু ও অক্ষের অবস্থান বদলাইতেছে। এই ঘটনাকে 'পোলার মোশন' বলা হয়। আরও বেশ কিছু কারণ রহিয়াছে এর পিছনে। যেমন সমুদ্রের স্রোত, হারিকেন। কিন্তু একটি অন্যতম কারণ, মানুষের কার্যকলাপ। যেমন, জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে হিমবাহ গলিতেছে। তাহাতেও পৃথিবীর জলভাগের ভরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষের অবস্থান বদলাইতেছে। এই গবেষণার প্রধান বিজ্ঞানী কি-ওন সিও জানান, পৃথিবীর অক্ষের অবস্থান সম্পর্কিত ১৭ বছরের তথ্য এক জায়গায় করিয়া তাঁহারা কম্পিউটার মডেলের সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, পৃথিবীর অক্ষের উপরে কোন বিষয়গুলির প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়িয়াছে। সিও বলেন, "বায়ুমণ্ডলের চাপ, সমুদ্রের নিচে জলস্তরের চাপ, বাঁধের পার্শবর্তী কৃত্রিম জলাধার, মেরু বরফ, পর্বতের হিমবাহ, বাতাস ও ভূগর্ভস্থ জল বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখা হইয়াছে। ভূগর্ভস্থ জলের 'অঙ্ক' বাদ দিলেই অক্ষের পরিবর্তন নিয়া যাহা অনুমান ছিল, তাহার সঙ্গে আর পর্যবেক্ষণে পাওয়া তথ্য মিলছিল না। ভূগর্ভস্থ জল যোগ করিতেই অঙ্ক মিলিয়া গিয়াছে। মাটির নিচ থেকে যে জল তোলা হয়, তাহা শেষমেশ সমুদ্রে গিয়া মিশে। পৃথিবীর অক্ষের পরিবর্তনের জন্য অন্যতম দায়ী ভূগর্ভস্থ জল সেচ ও সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি।

সংঘাত-পীড়িত মণিপুরে ১০ জুলাই পর্যন্ত বন্ধ ইনটারনেট পরিষেবা, ঘোষণা সরকারের

ইমফল, ৫ জুলাই (হি.স.) : গুজব ও ভিডিও, ফটো এবং ভুয়ো বার্তা ছড়ানো রুখতে মণিপুর সরকার আজ ৫ জুলাই বুধবার থেকে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের মেয়াদ ১০ জুলাই পর্যন্ত বাড়িয়েছে। সহিংসতা, হামলা, অগ্নিসংযোগ এবং গোলাগুলি সংক্রান্ত চলমান বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলি সম্পর্কিত রাজ্যের পুলিশ-প্রধান (ডিজিপি)-এর এক রিপোর্টের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য।

গোয়েন্দা সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ডিজিপি তাঁর রিপোর্টে সরকারকে জানিয়েছেন, আশংকা রয়েছে, সমাজবিরোধী তথা কতিপয় ব্যক্তি রাজ্যে অশান্তি বজায় কায়েম করতে ঘৃণাত্মক বক্তৃতা সংবলিত ভিডিও বার্তা, ভুয়ো বার্তা সংবলিত ট্যাক্সট-ম্যাসেজ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সামাজিক মাধ্যমকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে পারে। যাতে জনসাধারণের অশান্তি উসকে দিতে যথেষ্ট। এতে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাবে।

সম্ভাব্য বিপদের আশংকা করে রিপোর্টে ডিজিপি আরও লিখেছেন, রাজ্যে ধীরে ধীরে শান্তি ফিরে আসছে। তাই আবার জীবনহানি, সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষতি এবং জনসাধারণের শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্ন এড়াতে পুলিশ প্রশাসন তৎপর।

ডিজিপির এই রিপোর্ট পেয়ে রাজ্য সরকার আরও পাঁচদিনের জন্য ইনটারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে।

সমশেরগঞ্জে কংগ্রেস কর্মীর উপর গুলি চালানোর অভিযোগে ধৃত দুই অভিযুক্ত

বহরমপুর, ৫ জুলাই (হি. স.): মুর্শিদাবাদ জেলার সমশেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত তিনপাকুরিয়া-বাবুপুর এলাকায় কংগ্রেস কর্মীর উপর গুলি চালানোর অভিযোগে বুধবার সকালে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আহত কংগ্রেস কর্মীর নাম আরিফ শেখ। অভিযুক্তদের নাম হাসিবুর শেখ ও আকবর শেখ।

প্রসঙ্গত, গত রবিবার রাতে তিনপাকুরিয়া-বাবুপুর এলাকার জেলা পরিষদের চার নম্বর পঞ্চায়েত আসনের নির্বাচনী প্রচারে যাচ্ছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী আনারুল হক বিপ্লব। সেই সময়ে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করা হলেও তিনি পালিয়ে গিয়ে অল্পের জন্য রক্ষা পায়। গুলিটি আরিফ শেখ নামে ১৮ বছর বয়সী এক যুবকের পেটে লাগে বলে অভিযোগ রয়েছে। বর্তমানে সে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সোমবার আহত যুবকের মা ওয়াহিদা বিবি সমশেরগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর তদন্তে জড়িত পুলিশ কয়েকজনকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। এরপর বুধবার দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

আগে রাস্তা-জল-সেচ, ভোট বয়কটের ডাক তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতে

ঝাড়গ্রাম, ৫ জুলাই (হি. স.) : আগে রাস্তা, পানীয় জল, সেচের ব্যবস্থা তার পর ভোট। বঞ্চনার অভিযোগ তুলে পঞ্চায়েত ভোট বয়কট করলেন ঝাড়গ্রাম তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের আদিবাসী অধ্যুষিত তিনটি গ্রামের বাসিন্দারা। ঝাড়গ্রামের জামবনি ব্লকের পড়িহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ধাদিকা সংসদের অন্যতম একটি বুথ মার্মুদা। এই বুথের মার্মুদা, হড়কাশোল, বামদিয়া গ্রামের বাসিন্দারা ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিভিন্ন সরকারি সুযোগসুবিধা থেকে আদিবাসী অধ্যুষিত এই তিনটি গ্রাম বঞ্চিত রয়েছে। গত ১৫ বছর ধরে গ্রামের রাস্তা এতটাই খারাপ যে চলাচলের উপায় নেই। সামান্য বৃষ্টিতেই এক হাঁটু জল জমে। এবড়ো খেবড়ো এই রাস্তায় বর্ষার সময় অসুস্থ রোগী বা গর্ভবতী মহিলাদের নিয়ে যেতে কোন অ্যাম্বুল্যান্স বা কোনও গাড়ি আসতে চায় না।

প্রায় ১০ কিমি দূরে চিঙ্কিগড় ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগী নিয়ে যেতে প্রবল সমস্যায় পড়তে হয় গ্রামবাসীদের। বর্ষাকালে গ্রামের ছেলেমেয়েরা স্কুল, কলেজ যেতে পারে না। অভিযোগ, স্থানীয় পড়িহাটির কাপাশিটা থেকে মার্মুদা পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা একেবারে বেহাল। এছাড়াও এই সরকার এলাকায় সেচের জল এবং পানীয় জলের সেরকম কোনও ব্যবস্থা করেনি বলেও অভিযোগ।

ড. শ্যামাপ্রসাদ : এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক

মিঠুন রায়

বাংলার নবজাগরণে আজকের দিনেও যার অবদান অস্বীকার করা যায় না,তিনি ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুলাই কলকাতায় ৭৭ নং আশুতোষ মুখার্জী রোডে শ্যামাপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা চার ভাই ও তিন বোন ছিলেন। রমাপ্রসাদ , শ্যামাপ্রসাদ , উমাপ্রসাদ , বামাপ্রসাদ এবং বোনেরা হলেন কমলাদেবী , অমলা দেবী ও রমলা দেবী। শ্যামাপ্রসাদের মাতামহের নাম ছিল রামনারায়ণ ভট্টাচার্য। তিনি কৃষ্ণনগরের গুপ্তিপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি একজন সাত্ত্বিক পণ্ডিত ছিলেন। শ্যামাপ্রসাদের পিতামহ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁর পণ্ডিত ও খ্যাতিমান পুত্রের জন্য ভদ্রবংশের দরিদ্র ঘরের কন্যাকে পুত্রবধূ রূপে নিয়ে আসবেন। তিনি রূপে লক্ষ্মী ও গুণে সরস্বতী এমন মেয়েকেই পাত্রী হিসেবে নির্বাচন করেন। কারণ , তিনি অর্থ লোভী ছিলেন না। তিনি বিয়ের সময় একটি পয়সাও যৌতুক নেননি। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে শ্যামাপ্রসাদের মা যোগমায়া দেবী , মুখার্জী পরিবারের বধূ হিসাবে আসেন। এই বিষয়ে যোগমায়া দেবী নিজে বলেছেন তাঁর বিয়ের অনেক বছর কেটে যাওয়ার পরেও যখন সন্তানাদি হল না , তখন বংশরক্ষার্থে পুত্র আশুতোষের দ্বিতীয়বার বিবাহ বিষয়ে বিশেষতঃ পিতামহীর এবং আত্মীয়দের মধ্যে নানা ধরনের সমালোচনা শুরু হয়। তাঁরা আবার ছেলের বিয়ে দিতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের পিতামহের কাছে এই ধরনের কথা বলার দুঃসাহস কারো ছিল না।

শ্যামাপ্রসাদ অনুভব করেন যে ভারতকে স্বাধীন হতে হলে আরো বেশী আত্মনিবেদিত হতে হবে। এইভাবেই এক কিশোর জীবনচর্চা এগিয়ে চলল পরিণতির দিকে। তরুণ শ্যামাপ্রসাদ প্রভাত সূর্যালোকে দাঁড়িয়ে পরবর্তী জীবনের ছবি আঁকলেন মনের পাতায়। না , সাধারণ জীবনযাপন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি হবেন ভারতমাতার সার্বিক সৈনিক। দেশের যেখানে যত দারিদ্রতা আছে তা উৎপাটনের চেষ্টা করবেন। মানুষের অন্ধকার মনে আশার দীপশিখা জ্বেলে দেবেন। এই জন্যই তো পৃথিবীতে আসা , নাহলে এই জগতে এসে কী ইতিহাসের পাতায় চোখ মেলে বসে থাকেন , শ্যামাপ্রসাদ বিশেষ করে ভারতবর্ষের বুকে বিধর্মীদের আক্রমণ ও অত্যাচারের ইতিহাস পড়তে ভালবাসতেন। তিনি যুক্তি দিয়ে বুঝতে চাইতেন যে ভারতবর্ষের বুকে কেন মধ্য যুগীয় অন্ধকার নেমে এসেছিল। ইতিহাসের এক একটি অধ্যায়গুলি তার চোখের সামনে পরিষ্কার ফুটে উঠত।

এম . এ পাশের পর আইন পড়লেন। আইন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম শ্রেণি দখল করলেন শ্যামাপ্রসাদ। বোঝা গেল আইনে তাঁর ব্যুৎপত্তি কতখানি। শ্যামাপ্রসাদ চেয়েছিলেন জীবনের সব পরীক্ষার অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থায় থাকতে। তাঁর এই স্বপ্ন সফল হয়েছিল। অবশ্য এর জন্য তাকে প্রবল পরিশ্রম করতে হত। রাত জেগে পড়া মুখস্থ করতেন। এছাড়া তাঁর মধ্যে ছিল এক ধরনের গভীর আত্মপ্রত্যয়। এই আত্মবিশ্বাসই শেষ পর্যন্ত শ্যামাপ্রসাদকে সর্বভারতীয় নেতা হিসাবে গড়ে তুলেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তখন একটি বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তারা চেয়েছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহের মধ্যে নতুন রাজ আনতে হবে। ডঃ হরেন মুখার্জী ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য। তার অবসর গ্রহণের কালে সেই আসনটা শূন্য হয়েছে। সেখানে কাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় ? অনেকেই শ্যামাপ্রসাদের স্বপক্ষে মত দিলেন। অনেকে আবার ইতঃস্তত করতে লাগলেন। কারণ তখন শ্যামাপ্রসাদের বয়স মাত্র তেইশ বছর। এইটুকু বয়সে কেউকি একটা এতবড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হতে পারেন ? শেষ পর্যন্ত বোঝা গেল শ্যামাপ্রসাদের মধ্যে এমন এক ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা আছে যা তাঁকে কিংবদন্তী মহানায়কে পরিণত করেছে। ১৯২৪ সালে সেনেটের নির্বাচিত সদস্য হলেন শ্যামাপ্রসাদ।

পরবর্তী সময়ে হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। শ্যামাপ্রসাদ তাঁর চার বছর উপাচার্যকালে চারটি সমাবর্তন ভাষণ দেন। (১৯৩৫-৩৮)। ওই সময়ের মধ্যে তিনি আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে আরও তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি ভাষণ দেন নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৩৬) , বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৩৭) এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৩৯) , বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দানের খবর প্রচারিত হলে একটি সাময়িক পত্রে মন্তব্য করা হয়েছিল:" পূর্বে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের বার্ষিক উপাধি বিতরণ উৎসবের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণই বক্তৃতা করিতেন। এখন ঐ সময়ে ছাত্রগণকে উপদেশ প্রদানের জন্য শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ গুণীজনকে আহ্বান করা হইয়া থাকে। আগামী আগস্ট মাসে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বার্ষিক উৎসব হইবে তাহাতে বক্তৃতা করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস - চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে আহ্বান করা হইয়াছে জানিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। শ্যামাপ্রসাদ তাঁহার পিতার মতোই তেজস্বী সুধী। তাঁহার এই সম্মান প্রাপ্তিতে বাঙালি মাত্রই আনন্দলাভ করিবেন। বাংলার বাহিরে বাঙালি সম্মান তাঁহাদের দ্বারা দিন দিন আরও বর্ধিত হইবে। (ভারতবর্ষ , শ্রাবণ , ১৩৪৪)। শ্যামাপ্রসাদ ঘরে - বাইরে অর্থাৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ১১ টি সমাবর্তনে ভাষণ দেন। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান , শিক্ষক সম্মেলন এবং ছাত্রসমাবেশেও তিনি মূল্যবান ভাষণ দেন। এসব ভাষণেই তাঁর শিক্ষাচিন্তার সুর খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তনে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ হিসাবে যে পাঁচটি আদর্শের কথা নিষ্ঠা সহকারে উল্লেখ করেছিলেন , তাকেই তাঁর শিক্ষাদর্শ বলে মনে করা হয়।

১৯৩৮ সালের ৭ আগস্ট শ্যামাপ্রসাদ উপাচার্য পদ থেকে অবসর নেন।অবসর নিলেও শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে সেবা করা থেকে অবসর নিচ্ছেন না I am not leaving the University and I do not intend to .কিন্তু তিনি সারস্বত সাধনায় সরস্বতীর কমলবনে কাল কাটাবেন এই সাধু ইচ্ছা ফলবতী হবার সুযোগ পেলেন না। তাঁর সাধ থাকলেও সে সাধে বাদ সাধল বাংলার সমকালীন রাজনীতি। রাজনীতি ক্ষেত্রে অবৈধভাবে অধিকার কায়েম করার পর মুসলিম লিগ সরকার বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাদের শ্যেনদৃষ্টি নিক্ষেপ শুরু করেছে। শ্যামাপ্রসাদ যখন দেখলেন অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা কলঙ্ক ও কলুষিত করতে এক অশুভ শক্তি পরিকল্পিত ভাবে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হচ্ছে , তখন তিনি আর নিশ্চুপ থাকতে পারলেন না। তিনি শিক্ষাক্ষেত্র ছেড়ে রাজনীতি ক্ষেত্রে যেতে না চাইলেও তৎকালীন সাম্প্রদায়িকতা দুষ্ট ও পুষ্ট রাজনীতিই তাঁকে শিক্ষাপ্রাঙ্গণ থেকে রাজনীতির আসরে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করল। শ্যামাপ্রসাদের নিজের কথায় : " " My sphere of work has expanded beyond expectation and I have often been thrown in the midst of crisis , affecting people's rights and liberties by a strange combination of circumstances beyond my control . " ১৯৩৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে তিনি সেইসব তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তির সমালোচনা করেন , যাঁরা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র সংকোচনে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেন , আমাদের দেশে অন্যান্য অনেক উন্নত দেশের তুলনায় কম ছাত্রই উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ পায়। তাই সংকোচন নয় , প্রসারণই জরুরি। তিনি সেই সমালোচকবৃন্দ ও দেশবাসীকে সচেতন করে দিয়ে বলেন আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি যে ভারত যদি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে নিজের স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান অর্জন করতে ও তা অক্ষুণ্ণ রাখার অবস্থায় উপনীত হতে পারে , তবে তা পারবে নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক যুবশক্তির দ্বারা। হাজার হাজার তরুণ - তরুণীকে সমাজ , শিক্ষা , অর্থনীতি , কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের স্বার্থে এবং কোটি কোটি মূঢ় , মূক , রুগ্ন , মূর্খ দেশবাসীর মনে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করবার কাজে আত্মোৎসর্গ করতে হবে। তিনি আরও বলেন আমি আন্তরিকভাবে আশা করি ও বিশ্বাস করি যে , এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত ছাত্র - ছাত্রীরাই এই গুরু দায়িত্ব পালন করবে এবং সব শ্রেণীর দল ও সম্প্রদায়কে একত্রিত করে তাদের সক্রিয় সহযোগিতায় জাতির সামনে একটা অপ্রতিরোধ্য দাবি উপস্থিত করতে সমর্থ হবে। এই দাবি শুধুমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তিদের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের দাবি হবে না , তা হবে বাংলাদেশের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার জন্য। এই প্রদেশ যাতে সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করে চিরস্থায়ী স্বাধীনতা লাভ ও পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে সেই অধিকার পাওয়ার দাবি। আসলে স্তরের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও অনমনীয় দৃঢ়তা শ্যামাপ্রসাদের জীবনকে এক ভিন্ন মাত্রা দান করেছিল। ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত ছোবল প্রতিহত করতে শ্যামাপ্রসাদ উদ্যোগী হন।এ মর্মে তিনি লিখেছেন- 'Then came two black Bills.The Calcutta Municipal Bill and Secondary Education Bill.It was the latter which forced me out of my academic seclusion. Where education was made the play thing of party and communal politics.I felt it may duty to rouse public opinion.

ডঃ মুখার্জী ফজলুল হক মন্ত্রিসভায় অবিভক্ত বাংলার অর্থমন্ত্রী রূপে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং ১১ ডিসেম্বর , ১৯৪১ থেকে ২০ নভেম্বর , ১৯৪২ পর্যন্ত কাজ করে যান। এই সময় কাজী নজরুল ইসলাম আর্থিক অনটনের কারণে ফজলুল হক সাহেবের কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে ডঃ মুখার্জীর শরণাপন্ন হন এবং সহযোগিতা পান। ডঃ মুখার্জী'র পৈতৃক বাড়ি মধুপুরে সস্ত্রীক থাকার ব্যবস্থা করেছেন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট নেহেরুর মন্ত্রিসভায় শ্যামাপ্রাসাদ মুখার্জী শিল্পমন্ত্রী রূপে শপথ গ্রহণ করেন। মুখার্জী শিল্পমন্ত্রী রূপে শপথ গ্রহণ করেন। দেশ স্বাধীনের পর হিন্দু মহাসভাকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজে আত্মনিয়োগের পরামর্শ দেন তিনি। ভারতের শিল্পমন্ত্রী থাকাকালীন শিল্প উন্নয়ন নিগম , প্রথম শিল্পনীতি প্রণয়ন , চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ স্থাপন , সিন্ধ্রি সার কারখানা - সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। খড়গপুরে ভারতের প্রথম ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি স্থাপনা , কলকাতার প্রথম ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্থাপনার ভাবনা তারই মস্তিষ্ক প্রসূত। দেশ স্বাধীনের পর হিন্দু মহাসভাকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজে আত্মনিয়োগের পরামর্শ দেন তিনি। তাঁর বর্ণময় জীবন শৈলী আমাদের নিকট অনুকরণীয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জী শ্যামাপ্রসাদের চিন্তা চেতনাকে পাথেয় করে আত্মনির্ভর ভারত গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চলছেন।

> শ্যামাপ্রসাদ অনুভব করেন যে ভারতকে স্বাধীন হতে হলে আরো বেশী আত্মনিবেদিত হতে হবে। এইভাবেই এক কিশোর জীবনচর্চা এগিয়ে চলল পরিণতির দিকে। তরুণ শ্যামাপ্রসাদ প্রভাত সূর্যালোকে দাঁড়িয়ে পরবর্তী জীবনের ছবি আঁকলেন মনের পাতায়।

স্বাস্থ্য সমীক্ষাই বলে দিচ্ছে দেশের আয় বাড়লেই নাগরিকের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে না

বিশেষ প্রতিবেদন।। সমীক্ষাটা হয়েছে ছোঁয়াচে নয় এমন রোগ নিয়ে। ইংরাজিতে বলে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ বা এনসিডি। আর এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমের শিরোনামেই নয়, বিশ্ব জুড়ে নীতি নির্ধারক ও স্বাস্থ্য সংস্থাগুলির দুশ্চিন্তার শেষ নেই। বিশ্বের বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ ভারতে আজ এই এনসিডি মহামারি হয়ে দেখা দিয়েছে এবং এর থেকে মৃত্যুর সংখ্যাতেও ভারত অন্যান্য দেশের থেকে রয়েছে এগিয়ে।

সমস্যা হল জাতীয় উৎপাদনের নিরিখে ভারত বিশ্বের প্রথম পাঁচটির মধ্যে জায়গা করে নিলেও, মাথাপিছু আয়ের অঙ্কে ভারত এখনও নিম্ন মধ্যবিত্ত আয়ের দেশগুলির একটি। আর্থ-সামাজিক সমীক্ষাগুলি বলছে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়া এই মহামারির পিছনে রয়েছে সামাজিক ও আর্থিক সুরক্ষা নিয়ে বাড়তে থাকা উৎকণ্ঠা। এক কথায় এনসিডি মহামারিকে বাড়তে থাকা আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের সূচক হিসাবেও ধরতে চাইছেন অনেকেই। যে সমীক্ষা নিয়ে এই প্রসঙ্গের উত্থাপন, সেটি করেছিল ভারতের অন্যতম চিকিৎসা গবেষণা সংক্রান্ত শীর্ষ কেন্দ্রীয় সংস্থা ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিক্যাল রিসার্চ বা আইসিএমআর। কোভিড-উত্তর সময়ে এই সংস্থাটির নাম আর আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কিন্তু এ নিয়ে আগেই দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছিল। এবং হাতে হাত রেখে এর মোকাবিলার জন্য টেকসই উন্নয়ন বা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টের অংশ হিসাবে এই লড়াইকেও অংশীদার করে নেওয়া হয়েছে, যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে এই সমস্যার প্রতিবিধান করা যায়।

আর একটু এগোনোর আগে দেখে নেওয়া যাক কেন এত দুশ্চিন্তা। সমীক্ষা বলছে, এনসিডি গোটা বিশ্বে প্রতি বছর চার কোটি ১০ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী। বিশ্ব জুড়ে প্রতি ১০টি মৃত্যুর মধ্যে সাতটি মৃত্যুর কারণ এনসিডি। আরও ভয়ানক হল এই চার কোটি ১০ লক্ষের মধ্যে এক কোটি ৫০ লক্ষের হয় অকালমৃত্যু।

আর এই সংখ্যায় আমাদের অবদান? এই রোগের কারণে অকালমৃত্যুর ৮৫ শতাংশই হয় ভারতের মতো নিম্ন মধ্যবিত্ত দেশগুলিতে! ভারতের ক্ষেত্রে অঙ্কটা দাঁড়ায় এই রকম। প্রতি বছর আমাদের দেশে ৫০ লক্ষ ৮৭ হাজার মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী যে রোগগুলি তার সবকটিই এনসিডি। এই সংখ্যাটি কত মারাত্মক তা বুঝতে শুধু গড় মৃত্যুর সংখ্যায় চোখ রাখাই যথেষ্ট। ভারতে প্রতি বছর মারা যান ৮০ লক্ষের কিছু বেশি মানুষ। আর তার মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশই হলেন এনসিডি-র বলি। ফেরা যাক আইসিএমআর সমীক্ষায়। এই সমীক্ষা বলছে ভারতে ডায়াবিটিস আক্রান্তের সংখ্যা জনসংখ্যার ১১.৪ শতাংশ, প্রিডায়াবিটিসে ১৫.৩ শতাংশ, রক্তচাপে ৩৫.৫ শতাংশ, কোলেস্টরলে ৮১.২ শতাংশ। মাথায় রাখতে হবে দুশ্চিন্তা এবং অন্যান্য মানসিক চাপও এই রোগের তালিকায় একটা বড় জায়গায় আছে। আর এই দুশ্চিন্তার কারণেই কিন্তু উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যা থেকে ডায়াবিটিস সবই নাকি হতে পারে। আর গল্পের শুরু এইখানেই। সরকারি সংস্থার এই সমীক্ষা বলছে ভারতের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ এই সমস্যার কারণে হৃদরোগের শিকার অথবা যকৃত লিভার বা কিডনির সমস্যার শিকার হচ্ছে। এই সংখ্যাটা বাড়ছে। মাথায় রাখতে হবে শহরের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে উৎকণ্ঠা গ্রামের মানুষের থেকে অনেক বেশি বলেই ধারণা ছিল সবার, এবং সেই কারণেই এই সমস্যাকে শহুরে জীবনের উৎপাত বলে মনে করা হত। কিন্তু এই সমীক্ষা বলছে জীবন নিয়ে উৎকণ্ঠা বাড়ছে গ্রামাঞ্চলেও। এবং এই সমীক্ষা বলছে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে এই মুহূর্তে ঢেলে নতুন করে না সাজালে ভারতের আর্থ-সামাজিক ক্ষতি হবে সাংঘাতিক। ভারতের বড় অংশ একই সঙ্গে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের শিকার। তাই এখন শুরু হয়েছে এই দুইয়ের মধ্যে যোগাযোগের অনুসন্ধান।

অনেকেই বলবেন, আসলে এই রোগের ব্যাপ্তি প্রমাণ করে ভারতের বৈভব বাড়ছে আর তার ফল ভোগ করছেন সাধারণ মানুষেরা আর তাই এই এনসিডি-র উৎপাতও বাড়ছে। কারণ, বৈভব বাড়লে মানুষের শারীরিক পরিশ্রম কমে যায় বলেই এটা হয়।

এত দিন এ নিয়ে খুব বেশি কাজ হয়নি। সম্প্রতি শুরু হওয়া কয়েকটি সমীক্ষার প্রাথমিক নির্দেশ কিন্তু আর্থ-সামাজিক বিভেদই। অর্থাত সাধারণ অনুমান আর বাস্তবের মধ্যে একটা ফারাক এই সমীক্ষাগুলোতে উঠে আসছে। লানসেটে প্রকাশিত অন্যান্য গবেষণাপত্র, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার, বিশ্বব্যাঙ্ক - সহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির প্রাথমিক নির্দেশ কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্ত দেশগুলি বিশেষ করে ভারতেও বাড়তে থাকা

কুয়েত-কে হারিয়ে নবমবার সাফ কাপ চ্যাম্পিয়ন ভারত, শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

বেঙ্গালুরু, ৫ জুলাই (হি.স.): রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে কুয়েত-কে হারিয়ে এই নিয়ে নবম বার সাফ কাপ চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। মঙ্গলবার বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে সাফ ফাইনালের সান্ধ্য আসরে ভারতের জয় দেখতে গ্যালারিতে ভিড় জমিয়েছিলেন ২৬ হাজার ফুটবলপ্রেমী। ১২০ মিনিট ১-১ সমতার পর টাইব্রেকারে কুয়েতকে হারিয়ে ভারতের সমর্থকেরা তৃপ্তি নিয়েই মাঠ ছেড়েছেন। কুয়েত-কে টাইব্রেকারের হারিয়ে শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা ধরে রাখল স্বাগতিক দল। এর আগে ২০০৩ সালে সাফের ফাইনাল দেখেছিল টাইব্রেকার। মালদ্বীপকে হারিয়ে সেবার চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ। ২০০৯ সালে ঢাকাতেই টাইব্রেকারে মালদ্বীপকে হারায় ভারত। ১৪ বছর পর ভারতকে সাফের আরেকটি টাইব্রেকারে শিরোপা জেতাতে শেষ বেলায় নায়ক হয়ে ওঠেন ভারতের গোলকিপার গুরপ্রীত সিং। টাইব্রেকারে ৪-৪ শেষে সাডেন ডেথে কুয়েতের প্রথম শটটা আটকে তিনি দলকে নিয়ে যান জয়ের বন্দরে। দক্ষিণ এশিয়ায় দেশগুলোর মধ্যে নিজেদের আর প্রমাণের কিছু নেই ভারতের। তাই ভারতের প্রস্তাবেই এই প্রথম সাফে দুটি অতিথি দল নিয়ে ছিল আয়োজকেরা। সেই দুই অতিথির একটি লেবানন, অন্যটি কুয়েত। ফাইনালে সেই অতিথি কুয়েতের সঙ্গে লড়াই করে টাইব্রেকারে জয় ছিনিয়ে নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বটা ধরে রাখল ভারত।

সাফ ফুটবলের চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এছাড়াও কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ক্রীড়া মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর সাফ ফুটবলের চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। 'ব্লু টাইগার্স' নামে অভিহিত জাতীয় ফুটবল দল মঙ্গলবার ফাইনালে কুয়েত-কে হারিয়ে রেকর্ড সংখ্যক, নবম বার সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব জয় করল। এক টুইট বার্তায় দলের সদস্যদের স্নায়ুর চাপ ও অসাধারণ প্রদর্শনের অপূর্ব মেলবন্ধনের ভুয়সী প্রশংসা করেছেন অনুরাগ সিং ঠাকুর।

মোদী সরকারের লুটের জন্য মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব উভয়ই ক্রমাগত বাড়ছে : মল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি.স.): মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। বুধবার টুইট করে মল্লিকার্জুন খাড়গে লিখেছেন, মোদী সরকারের লুটের জন্য মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব উভয়ই ক্রমাগত বাড়ছে। বিভিন্ন পরিসংখ্যানও তুলে ধরেছেন খাড়গে। টুইটে তিনি লেখেন, 'মোদী সরকারের লুটের কারণে মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব উভয়ই ক্রমাগত বাড়ছে। কিন্তু বিজেপি ক্ষমতার লোভে মগ্ন। সবজির দাম আকাশ ছোঁয়া। দেশে বেকারত্বের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮.৪৫, গ্রামে বেকারত্বের হার ৮.৭৩। গ্রামে গ্রামে মনরেগা-র চাহিদা শীর্ষে, কিন্তু কাজ নেই। গ্রামীণ মজুরির হার কমেছে।' প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ট্যাগ করে খাড়গে আরও উল্লেখ করেছেন, 'দেশের মানুষ জানে নির্বাচনের আগে আপনারা 'আচ্ছে দিন', 'অমৃত কাল'-এর মতো স্লোগানে কাজ করছেন, যাতে বিজ্ঞাপনের সাহায্যে আপনাদের ব্যর্থতা আড়াল করা যায়। কিন্তু এবার তা হবে না, জনগণ সচেতন হয়েছে এবং বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে আপনাদের ফাঁপা স্লোগানের জবাব দেবে। ক্ষমা করা তো দূরের কথা... জনগণ বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে মুছে দেবে।'

দিল্লির জনকপুরীতে রাস্তার একটি বড় অংশে বিশালাকার ধস, কেউ হতাহত হননি

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি.স.): দিল্লির জনকপুরী এলাকায় রাস্তার একটি বড় অংশে বিশালাকার ধস নামল। বুধবার সকালে আচমকাই রাস্তার একটি বড় অংশে ধস নামে। যদিও, এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। রাস্তায় ধস নামার ফলে ওই অংশটি ঘিরে রেখেছে দিল্লি পুলিশ। ধীর গতিতে ওই এলাকা থেকে চলাচল করে যানবাহন। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়, তাঁরা ধস কবলিত রাস্তা দেখতে জড়ো হন। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার সকালে দিল্লির জনকপুরী এলাকায় রাস্তার একটি বড় অংশে বিশালাকার ধস নামে। এরপরই ওই অংশটি ঘিরে ফেলা হয়। ধীরে গতিতে ওই এলাকা থেকে চলাচল করে গাড়ি। কেন এমন ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।

কোভিড-সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬; ভারতে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমে ১,৪৫৩, মৃত্যু দু"জনের

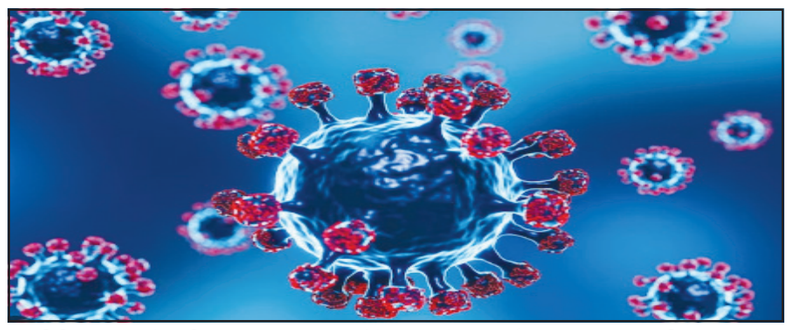

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ সামান্য একটু বাড়ল, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৫৬ জন। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে দু"জনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,৪৫৩-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯১০। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬১,০৪৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,১০৪ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৪০,৯৩৮ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৪ জুলাই সারা দিনে ভারতে ৫৬, ৮৬৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

দলীপের সেমিফাইনাল শুরু হচ্ছে, নজরে রয়েছেন একঝাঁক তারকা

মুম্বই, ৫ জুলাই (হি.স.): আজ দলীপের একটি সেমিফাইনালে মুখোমুখি হতে চলেছে ওয়েস্ট জোন ও সেন্ট্রাল জোন। অন্য ম্যাচে, সাউথ জোন বনাম নর্থ জোন। আজকের দুটি সেমিফাইনালে নজর থাকবে শুধু পূজারা কিংবা সূর্যকুমার যাদবের ওপরই নন, নজর থাকবে আরও কয়েকজনের ওপর। হনুমা বিহারি, মায়াঙ্ক আগরওয়ালরা দীর্ঘদিন জাতীয় দলের বাইরে। একই পরিস্থিতি পৃথ্বী শ-র। তিনি জাতীয় দলে ফেরার পথ খুঁজছেন। তেমনই ভুললে চলবে না সরফরাজ খানের কথা। ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক সাফল্যের পরও তিনি জাতীয় দলে সুযোগ পাচ্ছেন না। তাছাড়াও সেমিফাইনালে নজর থাকবে ওয়াশিংটন সুন্দরের ফিটনেসের ওপর। প্রায় ছ-মাস পর মাঠে ফিরছেন ওয়াশিংটন। চোট আঘাতে বেশির ভাগ সময়ই সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

ইতিহাসের 'সবচেয়ে উষ্ণতম' দিন প্রত্যক্ষ করল বিশ্ব, ৩ জুলাই সবথেকে গরমের রেকর্ড

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি.স.): গত সোমবার (৩ জুলাই) ইতিহাসের 'সবচেয়ে উষ্ণতম' দিন প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্ব। ওই দিন বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ছিল ১৭.০১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা ২০১৬ সালের আগস্টে রেকর্ড করা ১৬ দশমিক ৯২ ডিগ্রি সেলসিয়াসকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আবহাওয়া দফতর-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত তেসরা জুলাই বিশ্বে উষ্ণতম দিন হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে। ভূপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা সেদিন ১৭.০১ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল বলে জানা গিয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তাপপ্রবাহ জনিত পরিস্থিতি বজায় থাকায় ২০১৬ সালের আগস্ট মাসে ১৬.৯২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের পূর্ব রেকর্ডও ওই দিন ছাপিয়ে গিয়েছে। এল নিনোর প্রভাবেই আবহাওয়া ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন বলে মনে করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, এল নিনো নামে পরিচিত প্রাকৃতিক আবহাওয়ার সংমিশ্রণ এবং মানবজাতির কার্বন ডাই অক্সাইডের চলমান নির্গমন এই তাপমাত্রা বাড়াচ্ছে।

নাকের চোট নিয়ে দেশে ফিরলেন শাহরুখ

মুম্বই, ৫ জুলাই (হি.স.): লস এঞ্জেলসে শুটিং করতে গিয়ে নাকে চোট পেয়েছেন অভিনেতা শাহরুখ খান। অভিনেতার নাক থেকে না-কি রক্তও বেরিয়েছিল, করাতে হয়েছে অস্ত্রোপচার। প্রিয় তারকার আরোগ্য কামনা করেছেন তাঁর অনুরাগীরা। যদিও এই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পার করার আগেই বুধবার ভোররাতে আমেরিকা থেকে মুম্বইয়ে ফিরে এসেছেন কিং খান। বুধবার ভোররাতে মুম্বই বিমানবন্দরে দর্শন পাওয়া যায় শাহরুখ খানের। দুই ছেলে ও স্ত্রী গৌরী খানের সঙ্গে তাঁকে দেখা গেল মুম্বই বিমানবন্দরে। একেবারে সুস্থ, নাকে কোনও ব্যান্ডেজ দেখা যায়নি। অভিনেতাকে দেখা মাত্রই জ্বলে ওঠে আলোকচিত্রীদের ক্যামেরার ফ্ল্যাশ। অভিনেতাকে ডাকতে থাকেন অনেকেই, কিন্তু কারও কথায় সাড়াশব্দ না দিয়েই নিজের গাড়িতে উঠে পড়েন তিনি।

গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার প্রবীণ কুমার, সঙ্গে ছিলেন তাঁর ছেলেও

মিরাট, ৫ জুলাই (হি.স.): গত বছরের ৩০ ডিসেম্বর ভারতের উইকেটকিপার ব্যাটার ঋষভ পন্থের গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন। মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছেন পন্থ। তিনি এখন সুস্থতার পথে। এ বার এল আর এক ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনার খবর। এবার দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার প্রবীণ কুমার। মঙ্গলবার, ৪ জুলাই রাত ১১টা নাগাদ মিরাটে তাঁর ল্যান্ড রোভার গাড়িটিতে ধাক্কা দেয় একটি গাড়ি। দুর্ঘটনার সময় তার সেই গাড়িতে ছিল তাঁর ছেলেও। দু'জনই এই দুর্ঘটনায় অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছেন।

এসপি সিটি পীযূষ কুমার জানান, ওই গাড়িটির চালককে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এবং ঘটনাস্থল থেকে প্রবীণ ও তাঁর ছেলে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে গিয়েছেন।

সিভি আনন্দের তলবে সাড়া দিলেন না রাজীব সিনহা

কলকাতা, ৫ জুলাই (হি. স.) : রাজ্যের স্পর্শকাতর এলাকা পরিদর্শনের পর রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন রাজ্যপাল। কিন্তু লাভ হল না। আবারও তলব এড়ালেন কমিশনার। কেন তিনি যাননি তা স্পষ্ট নয়। শেষে রাজ্যপালের তরফে মুখবন্ধ খামে পাঠানো হল রিপোর্ট।

প্রসঙ্গত, রাজ্যপালই রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহাকে নিয়োগ করলেও তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক একেবারেই সুমধুর নয়। তাঁর নিয়োগপত্র সই না করেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন রাজ্যপাল। তা নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি। ফের প্রকাশ্যে রাজ্য-রাজ্যপাল দ্বন্দ্ব।

পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে বারবার উত্তপ্ত হয়ে উঠছে রাজ্য। আক্রান্ত হচ্ছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা। গত ১৬ দিনে প্রাণ গিয়েছে ১৫ জনের। ভাঙড় কার্যত বোমা-বারুদের স্তূপে পরিণত হয়েছিল। অশান্তি প্রবণ এলাকায় নিজে গিয়েছেন রাজ্যপাল। ঘুরে দেখেন এলাকা। কথা বলেছেন ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে।

সোমবারই ভাঙড়, ক্যানিং-সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বেশ কয়েকটি এলাকা ঘুরে দেখেন তিনি। তারপরই এই অশান্তি নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। তাঁকে রাজভবনে তলব করেছিলেন। কিন্তু সেই তলবে সাড়া দিলেন না কমিশনার। এরপরই মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন রাজ্যপাল।

পঞ্চায়েত ভোটে বাহিনী আর দফার হিসাবে এখনও বিভ্রান্তি

কলকাতা, ৫ জুলাই (হি. স.) : শনিবার পঞ্চায়েত ভোট। বাকি আর মাত্র চার দিন। কিন্তু বাহিনী আর দফার হিসাব মেলানো যাচ্ছে না এখনও। এই পরিস্থিতিতে জটিলতা আরও বেড়ে গিয়েছে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে। দফা বাড়ানোর মূল মামলাটির শুনানি মঙ্গলবার হাই কোর্টে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দুপুর সাড়ে ৩টে পর্যন্ত অন্য মামলার শুনানিতে দুই বিচারপতি ব্যস্ত থাকায় বসতে পারেনি প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ। বুধবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর দায়ের করা ওই মামলার শুনানি পারে।

প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ মঙ্গলবার পর্যবেক্ষণে জানায়, পঞ্চায়েত ভোটে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে অর্ধেক কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং অর্ধেক রাজ্য পুলিশ থাকবে। আর তা ঘিরেই নতুন করে টানাপড়েনে রাজ্য নির্বাচন কমিশন।

কমিশন সূত্রের খবর, এ ক্ষেত্রে হাই কোর্টের নির্দেশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন-বিধি নিয়ে সমস্যা রয়েছে। হাই কোর্টের নির্দেশে পঞ্চায়েত ভোটে রাজ্যে আসছে ৮২২ কোম্পানি (প্রায় ৮২ হাজার সদস্য) কেন্দ্রীয় বাহিনী। তাদের মধ্যে সরাসরি ভোটের কাজে ব্যবহার করা যাবে ৬৫ হাজার কেন্দ্রীয় জওয়ান এবং অফিসারকে।

মঙ্গলবার রাজ্য সরকারি কর্মীদের দায়ের করা মামলার শুনানিতে ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য জানান, কেন্দ্রীয় বাহিনীর ৬৫ হাজার জওয়ান এবং রাজ্য পুলিশের ৭০ হাজার কর্মীকে সমান অনুপাতে ব্যবহার করলে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে। এর পর হাই কোর্ট বিএসএফের আইজি-কে নির্দেশ দেয়, রাজ্য জুড়ে সমান ভাবে বাহিনী মোতায়েন করার।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে সমস্যা কেন্দ্রীয় বাহিনী 'সাধারণ কার্যপ্রণালীতে'। ওই নিয়ম অনুযায়ী, যে কোনও জায়গায় ৪ জনের কম জওয়ান মোতায়েন করা যায় না। ফলে ওই নিয়ম মেনে রাজ্যের ৪৪ হাজার ৩৮২টি ভোটকেন্দ্রের ৬৩ হাজার ২৮৩ বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা যাবে না। এমনকি, প্রতি ভোটকেন্দ্রেও চার জন করে জওয়ান মোতায়েন করা সম্ভব নয়। এই আবহে আবার তাই সামনে আসছে দফা বাড়ানোর দাবি।

দলিতের ওপর মূত্রত্যাগ করে ধৃত বিজেপি নেতা প্রভেশ; স্ত্রী চাইলেন কঠোর শাস্তি

ভোপাল, ৫ জুলাই (হি.স.): মধ্যপ্রদেশে সিধি জেলায় আদিবাসী যুবকের গায়ে মূত্রত্যাগের জেরে গ্রেফতার করা হল বিজেপি নেতা প্রভেশ শুক্লাকে। মঙ্গলবার রাতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। প্রভেশের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৪, ৫০৪ এবং তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইনের অধীনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ঘটনার জেরে শোরগোল ছড়ালে সংবাদ মাধ্যমের সামনে মুখ খোলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। তিনি বলেন, অভিযুক্তকে কোনওভাবে রেয়াত করা হবে না। উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে প্রভেশ শুক্লার বিরুদ্ধে। এই ধরনের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে না ঘটে, তার দিকে খেয়াল রাখা হবে বলেও স্পষ্ট জানান মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র বলেছেন, 'অভিযুক্তকে (প্রভেশ শুক্লা) মঙ্গলবার রাতে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে লক-আপে রয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, তার বিরুদ্ধে এনএসএ নথিভুক্ত করা হবে।'

স্বামীর কঠোর শাস্তি চেয়েছেন প্রভেশ শুক্লার স্ত্রীও। তিনি বলেছেন, 'সে আমার স্বামী, সে যদি কিছু ভুল করে থাকে, তাহলে যা হওয়ার তাই হবে। অন্যায় করলে তার শাস্তি হওয়া উচিত।" কেউ কে তাঁকে চাপ দিচ্ছে, এই প্রশ্নের উত্তরে অভিযুক্তের স্ত্রী বলেন, 'না, কেউ চাপ দিচ্ছে না।'

বর্ষায় বৃষ্টি নেই দক্ষিণবঙ্গে; রয়েছে গরমের অস্বস্তি; উত্তরে বর্ষণের সতর্কতা

কলকাতা, ৫ জুলাই (হি.স.): বর্ষায় বৃষ্টি নেই! বরং বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্রপাতের সতর্কতা। আগামী কয়েকদিনে দক্ষিণবঙ্গের জন্য এমনই পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় আবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতাও জারি করেছন আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা। আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, উত্তরবঙ্গে যে বৃষ্টি হচ্ছে, তা ধারাবাহিকভাবে হবে আরও কিছু দিন। উপরের যে ৫ টি জেলায় বৃষ্টি হচ্ছে, সেখানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও থাকছে। বাকি তিনটি জেলা মূলত মালদহ এবং দুই দিনাজপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই, ব্রজবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনাই রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে দিনের বেলায়, অস্বস্তি বজায় থাকবে, ঘর্মাক্ত গরমও অনুভূত হবে। তবে এই মুহূর্তে তীব্র অস্বস্তি দক্ষিণবঙ্গে থাকলেও, ভারী বৃষ্টির সতর্কবার্তা রয়েছে উত্তরবঙ্গে। কলকাতায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে একটু কম। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি।

"সহযোগিতার জন্য" ৫৩০ পাতার মতো নথি ই ডি-কে পাঠালেন সায়নী

কলকাতা, ৫ জুলাই (হি. স.) : এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের দফতরে বুধবার হাজিরা দিলেন না সায়নী ঘোষ। ই-মেল করে সে কথা জানিয়ে দিয়েছেন যুব তৃণমূলের সভানেত্রী। পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে ব্যস্ত থাকবেন বলেই আপাতত তিনি হাজিরায় সাড়া দিতে পারছেন না বলেও উল্লেখ করেছেন বলেই খবর। কিন্তু 'সহযোগিতার জন্য' ৫৩০ পাতার মতো নথি ই ডি-কে পাঠিয়েছেন তৃণমূল যুবনেত্রী। সায়নীর ইডি দফতরে দ্বিতীয় বার হাজির হওয়া নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দেয় বুধবার। সিজিও কমপ্লেক্সে সায়নী হাজিরা দিচ্ছেন না বলে জানান তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। কুণাল জানান, সায়নী এখন ভোটের কাজে ব্যস্ত। ভোট মিটলে সায়নী ইডি দফতরে যাবেন বলে দাবি করেন কুণাল।

কুণাল বলেন, যেতে না পারার কারণ জানিয়ে সায়নী ইতিমধ্যেই চিঠি দিয়েছেন ইডিকে। যদিও ইডি সূত্রে খবর, সকাল ১১টা পর্যন্ত তারা এমন কোনও চিঠি হাতে পায়নি। অন্য দিকে, সায়নীর সঙ্গে আগের দিন যিনি সিজিও কমপ্লেক্সে এসেছিলেন, সেই সঙ্গী জানান, সায়নী ইডি দফতরে যথা সময়েই হাজিরা দেবেন। ঘটনাচক্রে, সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ গল্ফগ্রিনের ফ্ল্যাট থেকে সায়নীকে বেরোতে দেখা যায় বলে একটি সূত্রের খবর। সায়নীর সিজিও-তে যাওয়া বিপরীতমুখী দুই বক্তব্য পাওয়া যাওয়ায়, যে প্রশ্নটা উঠছে, তা হল কোথায় গেলেন তৃণমূলের যুবনেত্রী? বুধবার কুণাল বলেন, "আমি যে টুকু জানি, আজ (বুধবার) সায়নী পূর্ব বর্ধমানের গলসির দিকে প্রচারে যাচ্ছেন। তদন্তকারী সংস্থাকে একটি চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, ভোটের পর যে দিন ইডি ডাকবে, তিনি নিশ্চিতভাবে সহযোগিতা করবেন।" কুণাল এ-ও জানান, তদন্তে সহযোগিতা করার জন্য ৫৩০ পাতার মতো নথি তদন্তকারীদের পাঠিয়ে দিয়েছেন সায়নী। গত শুক্রবার সাড়ে ১১ ঘণ্টা পর সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির দফতর থেকে বেরোন যুব তৃণমূল নেত্রী সায়নী। সাংবাদিকদের সামনে তিনি জানান, তদন্তে একশো শতাংশ সহযোগিতা করেছেন। আগামী দিনে তদন্তকারী সংস্থা আবার তাঁকে তলব করলে তিনি আসবেন বলেও জানান। তদন্তের প্রয়োজনে ১১ কেন, ২৪ ঘণ্টা তিনি ইডি দফতরে থাকতে প্রস্তুত বলেও জানিয়েছিলেন সায়নী।

বোমাবাজির ঘটনায় চাঞ্চল্য কুলপিতে, শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে চাপানউতোর

কুলপি, ৫ জুলাই (হি.স.): রাতভর বোমাবাজির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি বিধানসভার ছামনাবনি গ্রামে। বিরোধীদের অভিযোগ, ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে শাসকদল। এলাকার পঞ্চায়েতের কংগ্রেস প্রার্থী সাহারুল পাইক অভিযোগ করেন, মঙ্গলবার গভীর রাত থেকে এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। পুলিশের উপস্থিতিতে রাতভর বোমাবাজি হয়েছে গ্রামে। বোমা ফাটার শব্দে রীতিমতো আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ করছেন বিরোধীরা। রাতভর বোমাবাজির জেরে সকাল থেকেই থমথমে ওই এলাকা। পুলিশ ও প্রশাসনকে দুষছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

তালদি স্টেশনের কাছে রেললাইনে মিলল ব্যাগভর্তি বোমা, তদন্তে নেমেছে পুলিশ

ক্যানিং, ৫ জুলাই (হি.স.): পঞ্চায়েত ভোটের আগে ফের বোমা উদ্ধারের ঘটনা। এ বার ব্যাগভর্তি বোমা মিলল শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় ক্যানিং স্টেশনের ঠিক আগের স্টেশন তালদি স্টেশনের কাছে রেললাইনে। সেখানে ব্যাগভর্তি বোমা পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়েরা। বুধবার সকালে স্টেশন থেকে কিছুটা দূরে উত্তর রাজাপুর রেললাইনের দিকে প্রাতর্ভমণে বেরিয়েছিলেন এক ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে ছিল পোষ্য। ওই কুকুরটি পড়ে থাকা ব্যাগটি শুঁকে সেখান থেকে নড়তে চায়নি। কুকুরের মালিক ওই ব্যাগে উঁকি দিয়ে দেখেন তাতে তাজা বোমা রয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় রেল পুলিশ। দেখা যায়, ওই ব্যাগে সাত-আটটি বোমা রয়েছে। খবর দেওয়া হয় ক্যানিং থানায়। পুলিশ এসে জায়গাটি ঘিরে রাখে। ইতিমধ্যে বম্ব স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা এসে বোমগুলিকে নিষ্ক্রিয় করবে। কে বা কারা ওই বিস্ফোরক ভর্তি ব্যাগ রেললাইনের ধারে রেখে গিয়েছে, তার খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরিতে গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত ৪, গুরুতর আহত আরও ৮ জন

জম্মু, ৫ জুলাই (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৪ জন যাত্রী। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৮ জন। মৃত ৪ জনের মধ্যে ৩ জনই মহিলা। বুধবার ভোররাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রাজৌরি জেলার থানামান্ডি এলাকায়, ভাঙ্গাই সড়কে। আহতদের সংকটজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। থানামান্ডির সাব-ডিভিশনাল অফিসার ডাঃ ইমতিয়াজ আহমেদ বলেছেন, বুধবার ভোররাতে ২.৩০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িতে তিনটি পরিবারের সদস্যরা ছিলেন, পুঞ্চের বুফলিয়াজ এলাকায় এক আত্মীয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদানের পরে বাড়ি ফিরছিলেন সকলে, ভাঙ্গাই গ্রামে তাঁদের গন্তব্য থেকে মাত্র কয়েকশ মিটার দূরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায় গাড়িটি। স্থানীয় বাসিন্দারা ও পুলিশ দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেন, ১২ জন যাত্রীকে উদ্ধার করে থানামন্ডির উপ-জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে ৪ জনকে মৃত ঘোষণা করা হয়। নিহতরা হলেন- শামীম আক্তার, রুবিনা কাউসার, জরিনা বেগম ও মোহাম্মদ ইউনিস, সবাই ভাঙ্গাইয়ের বাসিন্দা। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ৮ জন হলেন- শাহীন বেগম, জাইতুন বেগম, শাহীন বেগম, বেগম জান, ফাতেমা বেগম, সুরিয়া বেগম, কুলসুম বেগম এবং মোহাম্মদ কাসিম।

দিল্লি-সহ দেশজুড়ে ঊর্ধমুখী সবজির দাম, অর্ধেক দামে টমেটো বিক্রি করছে তামিলনাড়ু সরকার

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি.স.): দিল্লি-সহ গোটা দেশজুড়ে অনেক বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে সবজির। টমেটো থেকে পটল, ক্যাপসিকাম থেকে লঙ্কা-সবকিছুরই দাম অত্যধিক বেশি। ঝাড়খণ্ডে পেট্রোলের থেকে টমোটোর দাম বেশি বলছেন ক্রেতারা। দিল্লিতেও বেড়েছে সবজির দাম, দিল্লির সফল স্টোরে টমেটোর দাম কেজি প্রতি ১২৯ টাকা। ক্রেতারা বলছেন, সাধারণ মানুষের খুব কষ্ট হচ্ছে, আমরা টমেটো খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। টমেটো বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ১২৯ টাকায়। সরকারকে এ বিষয়ে ভাবতে হবে। উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদে বুধবার প্রতি কেজি ১৫০ টাকায় বিক্রি হয়েছে টমেটো। ক্রেতারা বলছেন, সবজির দাম অনেক বেড়েছে। টমেটো বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ১৫০ টা

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

বর্ষায় স্বাদ বদলাতে বানাতে পারেন ইলিশের টক

বর্ষা হল ইলিশের মরসুম। পাতুড়ি থেকে ভাপা, এই সময়ে গোটা বাড়িজুড়ে ম ম করে ইলিশের গন্ধ। এই ঋতুতে বাঙালি বাড়িতে প্রায় প্রতি দিনই চলে ইলিশ পার্বণ। রেস্তরাঁয় খেতে গেলেও মেনুতে বাঙালি ইলিশের নানা পদ খোঁজে বাঙালি। বাজারে এখনও পর্যন্ত ইলিশ মাছের রমরমা না হলেও, অনেকের হেঁশেলেই ইলিশ ঢুকেছে।

কালোজিরে, বেগুন দিয়ে পাতলা ঝোল, ভাপা তো বানাবেনই, তবে খানিক স্বাদ বদলাতে এই বর্ষায় বানাতে পারেন ইলিশ মাছের টক। রইল প্রণালী।

উপকরণ:

ইলিশ মাছ: ৪ টুকরো
তেল: ৩ টেবিল চামচ
শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো: আধ চা চামচ
হলুদ গুঁড়ো: আধ চা চামচ
জিরে গুঁড়ো: আধ চা চামচ
তেঁতুলের টক: আধ কাপ
গোটা সর্ষে: আধ চা চামচ
মৌরি: ১ চা চামচ
কাঁচা লঙ্কা: ২টি
শুকনো লঙ্কা: ২টি
চিনি: ২ টেবিল চামচ
নুন: স্বাদ মতো

প্রণালী:

ইলিশ মাছ কেটে ধুয়ে ভাল করে নুন, হলুদ মাখিয়ে হালকা করে ভেজে তুলে রাখুন।

মাছ ভাজার তেলের মধ্যেই শুকনো লঙ্কা, সর্ষে এবং মৌরি ফোড়ন দিন।

এর পর কড়াইয়ে দিয়ে হলুদ, লঙ্কারগুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো দিয়ে কিছু ক্ষণ কষিয়ে নিন। তেল ছাড়তে শুরু করলে আগে থেকে ভেজে রাখা মাছগুলি কড়াইয়ে দিয়ে হালকা হাতে নেড়ে নিন। দেখবেন মাছগুলি যেন ভেঙে না যায়।

কিছু ক্ষণ পর তেঁতুলের ক্বাথ, চিনি, পরিমাণমতো লবণ দিয়ে আরও কিছু ক্ষণ কষিয়ে জল দিয়ে ফুটিয়ে নিন।

জল শুকিয়ে একটু মাখো মাখো হয়ে এলে নামিয়ে নিন। গরম ভাতের সঙ্গে ইলিশ মাছের টকের জুড়ি মেলা ভার।

রেস্তরাঁর মতো কষা মাংস বাড়িতেও হতে পারে

ছুটির দিনে বাহারি রান্না করে পরিবারের সকলকে চমকে দিতে মন্দ লাগে না। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও সব সময়ে উপায় হয় না। নতুন পদ রাঁধতে যা যা উপকরণ প্রয়োজন হয়, সব সময়ে তা রান্নাঘরে থাকে না। সব কিছু কিনে এনে গুছিয়ে রান্না করতে অনেকটা সময় পেরিয়ে যায়। তবে প্রিয়জনের মন ভোলাতে শুধু বিদেশি রান্নাই বা করতে হবে কেন, ঘরোয়া মুরগির মাংস রান্না করেও প্রশংসা কুড়িয়ে নেওয়া যায়।

শুধু মাংস রাঁধার সময়ে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখুন। সাধারণ চিকেন কষার স্বাদও অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে।

ম্যারিনেশন যেন ভাল হয়

মাংস রান্নার স্বাদ কেমন হবে, তা অনেকটা নির্ভর করে ম্যারিনেশনের উপরে। নানা উপকরণ দিয়ে রান্না করার পরেও মাংস শক্ত থেকে গেলে পুরো পরিশ্রমটাই বৃথা যায়। তাই ম্যারিনেশনে মনোযোগ দেওয়া জরুরি। ম্যারিনেশন ভাল হলে মুখে দিলেও গলে যাবে চিকেন। ঝোলের স্বাদও লেগে থাকবে মুখে।

গুঁড়ো মশলা নয়

ছুটির দিন যখন, অফিস যাওয়ার তাড়াহুড়ো নেই। সে ক্ষেত্রে প্যাকেটের মশলার বদলে এক দিন পেঁয়াজ, রসুন মিক্সিটে বেটে রান্নায় দিন। ধাবা, রেস্তরাঁয় সব সময়ে টাটকা মশলা দিয়ে রান্না করা হয়। বাটার আগে মশলাগুলি শুকনো খোলায় ভেজে নেওয়া, তাতে স্বাদ বেশি খোলে। বাড়িতে এত কিছু সম্ভব না হলেও মিক্সিতে মশলা বেটে রান্নায় দিতে পারেন। স্বাদ ভাল হবে।

টম্যাটো এবং পেঁয়াজ একসঙ্গে ভেজে নিন মাংস রাঁধার সময়ে আগে পেঁয়াজ ভেজে নেন অনেকেই। তার পর সমস্ত মশলা কষিয়ে শেষে টম্যাটো দেন। তাতে স্বাদের এ দিক-ও দিক হতে পারে। তার চেয়ে যখন পেঁয়াজ দিচ্ছেন, তখনই টম্যাটো দিয়ে দিন। দু'টো একসঙ্গে বাদামি করে ভেজে নিন। এতে টম্যাটো রান্নার সঙ্গে ভাল করে মিশে যাবে। স্বাদেও একটা টক-মিষ্টি ব্যাপার আসবে।

ভাল করে কষান মাংস রান্নার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল মশলা কষানো। সেখানে খামতি থেকে গেলে কিন্তু স্বাদে প্রভাব পড়বে। ঠিক করে কষানো না হলে কাঁচা মশলার গন্ধ বেরোবে। স্বাদও ভাল হবে না। মাংস কষানোর সময়ে খেয়াল রাখুন যাতে তলা না ধরে যায়। অল্প কষিয়ে জল দিয়ে দেবেন না। বেশ কিছু ক্ষণ কষানোর পর তবে জল গরম করে দিন।

চিড় ধরা পুরনো বন্ধুত্ব মেরামত করার ৫ উপায়

একটা সময়ে এমন গাঢ় বন্ধুত্ব ছিল যে, কেউ কাউকে এক দিন না দেখে থাকতে পারতেন না। মাধ্যমিক পাশ করার পর, স্কুল আলাদা হয়ে যাওয়ার সময়ে অবসাদে চলে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল। কিন্তু অজানা কোনও একটি কারণে এখন সেই বন্ধুর সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। সেই বন্ধুর কথা মনে পড়লেও নিজে থেকে কেউ নতুন করে কথা শুরু করার সাহস দেখাতে পারছেন না। রাস্তায় বা বন্ধুদের জমায়েতে দেখা হলেও পরস্পরকে এড়িয়ে চলছেন। এমন সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় অনেককেই। অনেক বন্ধুত্বই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর কোথায় যেন হারিয়ে যায়। তবে মনোবিদেরা বলছেন, এই হারানো বন্ধুত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য কোনও রকম জোর করা যাবে না। ধৈর্য ধরে সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করাই শ্রেয়। তবে সময়ের জন্য একেবারে হাত-পা গুটিয়ে বসে না থেকে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে কয়েকটি টোটকা মেনে দেখা যেতে পারে।

১) মনের কথা লিখে জানান

অনেক দিন কথা না বললে প্রথমটায় কথা শুরু করতে অসুবিধা হতে পারে। কোন বিষয় নিয়ে কথা বলবেন, বা কে প্রথম কথা শুরু করবেন, বুঝতে পারেন না অনেকেই। তাই ফোনে বা মুখে না বলে পুরনো দিনের মতো নিজের মনের কথা লিখে জানাতে পারেন।

২) সামনাসামনি দেখা করুন

অনেক সময় ফোনে বা চিঠি দিয়ে কথা বললে ভুল বোঝাবুঝি অবসান না-ও হতে পারে। তাই সামনাসামনি দেখা করে কথা বললে যে আবেগ বা অনুভূতি দেখাতে পারবেন, দূর থেকে ভিডিয়ো কলে তা সম্ভব নয়।

৩) সময় দিন

যে কোনও ক্ষত সারতে সময় লাগে। তাই কোনও কারণে দীর্ঘ দিন কথা বন্ধ থাকার পর আবার কথা শুরু হলেও যে তা একেবারে আগের মতো হবে, এমনটা নয়। তাই সব কিছু ঠিক করতে গেলে সময় দিতে হবে।

৪) উপহার দিতে পারেন

বন্ধুত্বের মূল্য আপনার কাছে কতখানি, তা মুখে বলে বোঝানোর প্রয়োজন নেই। তার চেয়ে বরং উল্টোদিকের মানুষটি যা পছন্দ করেন, তেমন একটি উপহার পাঠাতে পারেন। সঙ্গে ফুল বা চকোলেট থাকলেও মন্দ হয় না।

৫) সীমা অতিক্রম করবেন না

বন্ধু অনেক দিনের চেনা, পরিচিত। কিন্তু মাঝের দিনগুলোতে দু'টি মানুষের জীবনে কী কী পরিবর্তন এসেছে, তা দু'জনেই জানেন না। তাই অতিরিক্ত সহজ, সাবলীল হয়ে কেউই নিজের সীমা অতিক্রম করবেন না।

বর্ষার মরসুমে ঘন ঘন অসুস্থ হচ্ছেন?

রাস্তাঘাটের জল-কাদাকে যদি বাদ দেওয়া যায়, তা হলে বর্ষা অনেকেরই প্রিয় ঋতু। এই মরসুমে কখনও গুমোট গরম কখনও আবার ঝড়বৃষ্টি। তাই এই সময়ে সাবধানে থাকাও জরুরি। কারণ বর্ষার মরসুমে বিভিন্ন সংক্রমণ জাতীয় রোগবালাইয়ের প্রকোপ বাড়ে। বৃষ্টিতে ভিজে সর্দিকাশি হওয়া তো আছেই, সেই সঙ্গে পেটের গোলমালও লেগে থাকে।

এ সময়ে সুস্থ থাকতে খাদ্যাভ্যাসে বদল আনা জরুরি। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে কী কী রাখবেন, রোজের খাদ্যতালিকায় রইল হদিস।

তেতো খাবার: বর্ষার মরসুমে ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে প্রতি দিন খাবারের পাতে রাখুন তেতো। হয় নিমপাতা, নয়তো উচ্ছে। এ সবের অ্যান্টিভাইরাল ও অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল উপাদান শরীর চাঙ্গা রাখে ও এ সময়ে বাতাসে ভেসে বেড়ানো রোগজীবাণুর সঙ্গে লড়তে সাহায্য করে।

লবঙ্গ-দারচিনি-কাঁচা হলুদ: রান্নায় লবঙ্গ ও দারচিনি বেশি করে ব্যবহার করুন। এই সব মশলার অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট গুণ ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়ার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে। এই মশলা দিয়ে চা করেও খেতে পারেন। প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সকালে খালি পেটে কাঁচা হলুদ খান। রাতে দুধে কাঁচা হলুদ গুলেও খেতে পারেন।

বেশ কিছু মশলার অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট গুণ ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়ার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে।

পর্যাপ্ত প্রোটিন: শরীর গড়তে গেলে প্রোটিন ছাড়া চলবে না। খাবার পাতে উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ, যে কোনও রকমের প্রোটিন রাখুন রোজ। মাছ, মাংস, সয়াবিন, মুসুর ডাল, ডিম এ সব থেকে পাওয়া পুষ্টিগুণ শরীরকে ভিতর থেকে মজবুত করবে।

রসুন: সকালে খালি পেটে এক কোয়া রসুনও খেতে পারেন। অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টে ভরা এই সব্জির অনেক গুণ রয়েছে। অনেকটা সময় পেট খালি থাকার পর এক কোয়া রসুন খেলে এর রস সহজে শরীর থেকে টক্সিন পদার্থ দূর করে, রক্তকে পরিশুদ্ধ রাখে। কিছু ভাইরাস ও সংক্রমণজনিত অসুখ যেমন ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া, হাঁপানি প্রতিরোধে রসুন খুব উপকারী।

সবুজ শাকসব্জি ও ফল: ডিহাইড্রেশন থেকে বাঁচতে, শরীরকে স্বাভাবিক শক্তির জোগান দিতে, ভিটামিন সি ও খনিজ পদার্থের জোগানে যাতে ঘাটতি না পড়ে, সে সবের দিকেও এ সময় নজর দিতে হবে। প্রতি দিন নিয়ম করে অন্তত একটা মরসুমি ফল খান। খাওয়ার পাতে সঙ্গে রাখুন পর্যাপ্ত সবুজ শাকসব্জি।

টক দই: টক দইয়ের ফারমেন্টেড এনজাইম খাবার হজমের জন্য ভীষণ উপযোগী। টক দইয়ের প্রোবায়োটিক উপাদান লিভারকে যেমন সুস্থ রাখে, তেমনই এর জেরে কোলেস্টেরলও নিয়ন্ত্রণে থাকে। অনেকেই দুধ খেতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে ভরসা রাখতে পারেন দইয়ের উপর। দুধের তুলনায় দই অনেক বেশি সহজপাচ্য। শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বার করার ক্ষেত্রেও দইয়ের জবাব নেই। শরীর যত টক্সিনমুক্ত হবে, ততই সুস্থ থাকবেন।

পকোড়া খাবেন অথচ বেসন থাকবে না

বৃষ্টি পড়তেই মনটা কেমন যেন তেলেভাজার জন্য আনচান করতে থাকে। অন্য সময়ে ভাজাভুজি খাওয়া নিয়ে সহকর্মীদের বিস্তর জ্ঞান দিলেও এই বর্ষাকালে ছুটির সন্ধ্যায় মুড়ির সঙ্গে চপ, বেগুনি, শিঙ্গাড়া কিংবা ফুলুরি না থাকা যেন বাঙালিকে অপমান করারই সমান। তবে তেলে ভাজা সেই সব খাবার খাওয়ার পরই অপরাধ বোধে ভুগতে পারেন স্বাস্থ্য সচেতনরা। অনেকেরই আবার বেসনে অ্যালার্জি থাকে। তাঁরা ডালবাটা বা বেসনের পরিবর্তে ব্যবহার করতেই পারেন মিলেট। পকোড়া তৈরি করতে কী ভাবে ব্যবহার করবেন মিলেট?

১) জোয়ার পিঁয়াজের পকোড়া

একটি পাত্রে জোয়ার বা সরঘম ভিজিয়ে রাখুন। অন্তত পক্ষে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা। এ বার জল থেকে ছেঁকে তুলে নিন। এর সঙ্গে মিশিয়ে নিন পেঁয়াজ কুচি, সামান্য নুন এবং গোলমরিচ। মুচমুচে হওয়ার জন্য উপর থেকে সামান্য চালের গুঁড়োও ছড়িয়ে নিতে পারেন। এ বার ননস্টিক কড়াই কিংবা চাটুতে অল্প তেল দিয়ে সেঁকে নিলেই হল।

২) সামুলু পকোড়া

জোয়ারের বিকল্প হতে পারে সামুলু বা লিট মিলেট। একই ভাবে জলে ভেজানো সামুলু দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন পকোড়া। সঙ্গে মেশাতে পারেন পছন্দের বিভিন্ন সব্জিও।

৩) ফক্সটেল মিলেট পকোড়া

দক্ষিণ ভারতে এই মিলেট দিয়ে বড়া খাওয়ার চল রয়েছে। তবে এই ''ফক্সটেল মিলেট'' বা কাওন চালের সঙ্গে একটু ডাল মিশিয়ে নিলে তা আরও স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। সঙ্গে সামান্য নুন আর কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে, ডুবো তেলে ভেজে তুলে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে পকোড়া।

৪) মাধুয়া পকোড়া

বিহারে ''ফিঙ্গার মিলেট''ই মাধুয়া নামে পরিচিত। এই মিলেটের আটা দিয়েই সাধারণ পকোড়া তৈরি করা হয়। সঙ্গে সামান্য নুন, জোয়ান এবং জিরে গুঁড়ো দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন পকোড়া। চাইলে মেশাতে পারেন মেথি শাকের কুচিও।

৫) কম্বু পকোড়া

পার্ল মিলেটকে দক্ষিণ ভারতে বলা হয় কম্বু। অনেকটা সাবুর মতো দেখতে ছোট ছোট দানা হয়। এই কম্বু জোয়ারের মতোই জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। এ বার নুন, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে পকোড়ার মতো ভেজে নিলেই তৈরি কম্বু পকোড়া।

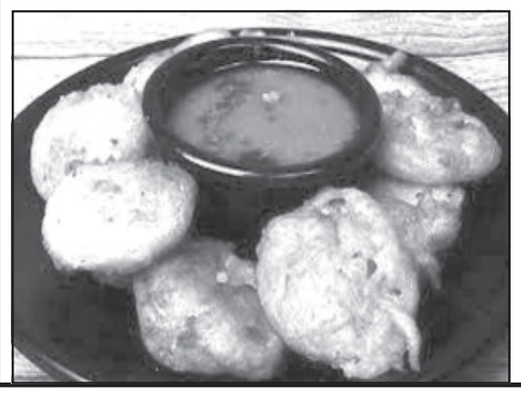

শরীরচর্চাই নেশাহতে পারে খাবারে অনিয়ম

এর মাঝেই শরীরচর্চা অনেকেই প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পরিমাণে করে ফেলেন যার খারাপ তাদেরকেই ফল ভোগ করতে হয় পরবর্তীকালে এই শিরোনামটা পড়ে মনে হচ্ছে হয়তো যে ব্যাপারটি অস্বাভাবিক। এখন সুস্থ থাকার জন্য শরীরচর্চা একে অপরের যেন পরিপূরক হয়ে উঠেছে। তবে এর মাঝেই শরীরচর্চা অনেকেই প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পরিমাণে করে ফেলেন যার খারাপ তাদেরকেই ফল ভোগ করতে হয় পরবর্তীকালে। শরীরচর্চা অতিরিক্ত পরিমাণে করে ফেললে তার ফলে খাবারে অনিয়ম সৃষ্টি হয়, এমনটাই দেখেছেন বিশেষজ্ঞরা। এই গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে যে যারা অধিক পরিমাণে শরীর চর্চা করেন তারা শুধুমাত্র সারাদিন সেটার পেছনে ব্যয় করেন এবং সেটা নিয়ে ভাবতে থাকেন। এর ফলে তার সার্বিক মানসিক স্বাস্থ্য এবং শারীরিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হয়। পাশাপাশি তার সামাজিক জীবনে প্রভাব পড়ে এর।

আরো পোস্ট- রক্ত চলাচল বাড়বে এই খাবারগুলি খেলে

বিশেষ পরীক্ষায় দেখা হয়েছে যে যারা খাবার নিয়ে অনিয়মের সমস্যায় ভোগেন তাদের মধ্যে কোন কিছুর প্রতি অত্যাধিক আকর্ষণ জন্মায় যেমন শরীরচর্চা। তবে আমরা এও জানি যে যদি আমরা শারীরিকভাবে কোন সমস্যায় ভুগি তখন ডাক্তারেরা নিজেরাও পরামর্শ দেন আমাদের শরীরকে সক্রিয় রাখার জন্যে। তার জন্য শরীর চর্চা বা যোগা বা অন্য যেকোনো ধরনের চর্চা করা যেতে পারে। তবে এর মধ্যেও একটি সমস্যা রয়েছে যেটা খুঁজে পেয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। ২১৪০ জন মানুষের উপরে পরীক্ষাটি করা হয়েছিল যাঁদের গড় বয়স ২৫ বছর।

দেখা গেছে যাদের মধ্যে খাবারের অনিয়ম নিয়ে সমস্যা রয়েছে তারা ৩.৭ গুণ বেশি শরীরচর্চার প্রতি আকৃষ্ট যাদের মধ্যে খাবার সংক্রান্ত কোনো অনিয়ম সমস্যা নেই তাদের থেকে।

তবে জীবনের মান উন্নত করতে এবং স্বাভাবিক জীবন-যাপন করার উদ্দেশ্য নিয়ে যদি শরীর চর্চা করেন তাহলে সেটা কখনো ভুল নয়। তবে সেই শরীরচর্চা আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

কারণ এই শরীরচর্চা করতে গিয়ে অনেকেই ক্র্যাশ ডায়েটের পক্ষপাতিত্ব করেন যার ফলে তারা বিশেষ পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার গুলো ডায়েট থেকে বাদ দেন এবং এর থেকে খাবার সংক্রান্ত শারীরিক সমস্যার শুরু হয়।

শিশুদের প্লাস্টিকের বোতলে দুধ খাওয়ানো বাতিল করা উচিত

শিশুদের প্লাস্টিকের বোতলে দুধ খাওয়ানো বন্ধ করুন। আমেরিকা বন্ধ করেছে। কানাডা করেছে। অস্ট্রেলিয়া এবং ব্রিটেনেও নির্ষিদ্ধ হওয়ার পথে। কারণ, প্লাস্টিকের বোতলে বিষ-রাসায়নিক বিপিএ তথা বিসফোনল-এ থাকে। যার প্রভাবে ক্যান্সার হতে পারে, হার্টের রোগভোগ হতে পারে। লিভারের ক্ষতি হয়। ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ডেনামার্ত হচ্ছে প্রথম দেশ, খাবারই হোক আর পানীয়ের আধার , তা বানাতে কোনওভাবেই বিসফোনল-এ ব্যবহার করা যাবে না বলে দিয়েছে। উল্লেখ্য, প্লাস্টিকের বোতলেদুধ, জল, ফলের রস খাওয়া এই শিশুদের একাংশ যখন বড় হয়ে সন্তানবতী হবে, সে সময় গর্ভস্থ সন্তান ত্রুটি যুক্ত হতে পারে। বিপিএ রাসায়নিকের প্রভাবে মানুষ মুটিয়ে যায়, প্রতিরোধী শক্তি টাল খায়, ডায়াবেটিস, হাইপার অ্যাকর্টিভিটি (অতি উত্তেজনা প্রবণ হয়ে পড়া) হয়। যৌন হরমোনের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। তাই শুধু প্লাস্টিকের বোতল নয়, পিভিসি পাইপ নন- স্টিক প্যানে বিপিএ সহ এমন সব রাসায়নিক ব্যবাহার করা হয়, যেসব রাসায়নিকের প্রভাব জিন এবং হরমোনের রূপান্তর ঘটে। যার জেরে শিশুরা একটু বড় হতেই মুটিয়ে যেতে থাকে।

জীবনভর সেই মুটিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হয়। প্লাস্টিকের যেসব জল খাওয়া বোকল এবং টিন বা ক্যান চালু রয়েছে বাজারে, সেসবেও বিসফেনল এ সহ নানা ক্ষতিকর রাসায়নিকর আছে। জানিয়েছেন মাসচুয়েসটসের টুফটস ইউনিভার্সিটির গবেষকররা। ওঁদের বক্তব্য, এইসব রাসায়নিকের প্রভাবে তাড়াতাড়ি বয়ঃসন্ধি পর্ব শুরু হয়ে যায়। ভবিষ্যতে গর্ভপাত ঘটায়, স্নায়ু দৌর্বল্য হওয়ায়, প্রজনন ক্ষমতা বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, যখন গরম দুধ প্লাস্টিকের বোতলে ঢালা হয়, তখন বোতেলের বিসফেনল-এ বেরিয়ে ঢুকে যায় দুধের মধ্যে। বারবার গরম জলে বোতল ফোটানো, ধোয়ার সময়ও এরকম হয়। বিসফেনলে এ কৃত্রিম স্ত্রী হরমোন তৈরি করে শরীরকে বিপাকে ফেলে।

বিজ্ঞানী বিশেষজ্ঞরা সংঘবদ্ধভাবে আওয়াজ তোলার পর বুটস এবং মাদার কেয়ার কোম্পানি ইতিমধ্যে বিবৃতি দিয়েছে, 'আমরা বিসফেলন-এ ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছি। বদলে পরিপ্রোপাইলিন ব্যবহার করতে শুরু করেছি। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, না আঁচানো পর্যন্ত বিশ্বাস নেই। অতএর সর্বত্রই শিশুদের কাচেরবোতলে দুধ খাওয়ানো শুরু করুন। এ ব্যাপারে একমত ইউনিভার্সিটি অব উলস্টার-এর বিষ বর্জ্য বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক (ডা.) ভিভিয়ান হোয়ার্ট, স্টারলিং ইউনিভার্সিটির জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ প্রোফেসার (ডা.) অ্যানড্রু ওয়াটারসন, ইত্যালির বেস্তিভোগলিও-র রামজ্জিনি ইন্সটিটিউটের সিজার মলতোনি ক্যান্সার রিসার্ট সেন্টারের অধিকর্তা ডা. ভিত্তরেল্লা বেলেপোপ্পী। ইউনিবার্সিটি অব অকল্যান্ডের গবেষণা জানাচ্ছে, মায়ের শরীরে যায় তাহলে শিশুর বিকাশ অকেটাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। একশ্রেণির বিশেষজ্ঞদের ধারণা, পৃথিবীজুড়ে নানা বিকৃতি / ত্রুটি নিয় জন্মানো শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এই বিপিএ-র কারণেই। কারণ, দেখা যাচ্ছে ৯০ শতাংশেরও বেশি মানুষের শরীরেই বিসফেলন-এ ঢুকে গেছে। প্লাস্টিকের বেরি বোতল এবং অন্যান্য পলিকার্বোনেটেড (প্লাস্টিক) বোতল ছাড়াও বিসফেনল-এ ব্যবহার করা হয় সিডি কেস বানাতে, প্লাস্টিক কর্ক এবং স্পোর্টস ইকুপমেন্টস-এ প্লাস্টিকের শ্যাটারপ্রুফে,দাঁতের ফোকর তথা গর্ত ভারত, চশমার লেন্স, পিভিসি পাইপে, ট্যাপে। জল পরিবহণের জন্য যেসব পিভিসি পাইপ ব্যবহার করা হয়, সেই পাইপে ট্রিবুটাইনিল নামে এক ধরনের রাসায়নিকও থাকে। ইঁদুরের উপর প্রভাব পরীক্ষায় সাব্যস্ত হয়েছে, ইঁদুর এর প্রভাবে মুটিয়ে যায়। ওদিকে আমেরিকার গবেষকরা জানিয়েছেন, পিংজা বক্স এবং নন-স্টিক প্যানে ব্যবহৃত পারফ্লুরো অক্ট্যানোয়িক অ্যাসিডের প্রভাবে নবজাতকরা ছোট আকৃতি নিয়ে জন্মায়। আর বড় হয়েই খুব মোটা হয়ে যায়। অন্যদিকে লন্ডনে অটিজম সম্পর্কিত আন্তর্জতিক সম্মেলনে বলা হয়েছে, কুকুর,এবং অন্য প্রাণীদের উপর মাছি জাতীয় ডানাহীন কীট তথা পিশুর উৎপাত দমনে যে শ্যাম্পু ব্যবহার করা হয়, সেইসব শ্যাম্পুতে পাইরেথ্রিন থাকে। ১৩ থেকে ২৪ সপ্তাহের গর্ভবতীদের শরীরে কোনওভাবে এই পাইরেথ্রিন ঢুকে গেলে, তাঁদের সন্তানদের অটিজমে ভোগার আশঙ্কা খুব।

অধীরের আরজি খারিজ, একদফাতেই পঞ্চায়েত ভোট, জানাল হাই কোর্ট

কলকাতা, ৫ জুলাই (হি. স.) : পঞ্চায়েত ভোটে দফা বাড়ানোর আরজি নিয়ে হাই কোর্টে গিয়েছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। সেই আরজি খারিজ করে দিল আদালত। জানানো হয়েছে, পর্যাপ্ত বাহিনী পাচ্ছে রাজ্য। ফলে দফা বাড়ানোর প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ এক দফাতেই হচ্ছে পঞ্চায়েত ভোট। রাজ্য নির্বাচন কমিশনার ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকেই তা নিয়ে একাধিক সংশয় তৈরি হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়াই ভোট করাতে চেয়েছিল রাজ্য। জল গড়ায় আদালতে। পরবর্তীতে কার্যত কেন্দ্রীয় বাহিনী চাইতে বাধ্য হয় কমিশন। সেখানেও প্রথমে নামমাত্র বাহিনী চাওয়া হয়। পরবর্তীতে চাপে পড়ে কেন্দ্রের কাছে মোট ৮২২ কোম্পানী বাহিনী চায় নির্বাচন কমিশন। এদিকে একদফায় ভোট নিয়েও আপত্তি ছিল বিরোধীদের। দফা বাড়ানোর আরজি নিয়ে আদালতে গিয়েছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। বুধবার ছিল সেই মামলার শুনানি। অধীরবাবুর আরজি খারিজ করে এদিন হাই কোর্টের তরফে বলা হয়েছে, ৮২২ কোম্পানি বাহিনীই পাচ্ছে রাজ্য। সেই কারণে আর এক দফা ভোটে কোনও সমস্যা থাকছে না। তাই একদিনেই হবে ভোট।

হরিদ্বারে চোরাই মোটরসাইকেলসহ আটক দুই

হরিদ্বার, ৫ জুলাই (হি. স.): হরিদ্বারে চোরাই মোটরসাইকেলসহ দুই অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। জানা গেছে, ৩ জুলাই শ্যামনগর গঙ্গা খাল কোতোয়ালি রুরকির বাসিন্দা সৌরভ কুমার বাইক চুরির বিষয়ে উত্তরাখণ্ড পুলিশ অ্যাপের মাধ্যমে একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। পুলিশ মতলবপুর তিরাহা গাংনাহার রুরকি থেকে দুই অভিযুক্তকে আটক করে। অভিযুক্তের কাছ থেকে চুরি যাওয়া বাইকটিও উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশি ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

বালুরঘাটে বিজেপিতে যোগ ১০-১৫টি পরিবারের

বালুরঘাট, ৫ জুলাই (হি. স.): দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন ১০-১৫টি পরিবারের ৭০-৮০ জন সদস্য। বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বুধবার বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার উপস্থিততেই বিজেপির যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন ভাটপাড়া অঞ্চলের তৃণমূলের প্রাক্তন বুথ সভাপতি সহ প্রায় ১৫টি পরিবার বিজেপিতে যোগদান করেন। সদ্য যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন সুকান্ত মজুমদার। যোগদানের ফলে বিজেপির অনেকটাই শক্তি বৃদ্ধি হল বলেই দাবি জেলা নেতৃত্বের। এদিন মূলত ভূষিলা বুথের তৃণমূলের প্রাক্তন বুথ সভাপতি মলয় দাস সহ ১০-১৫টি পরিবার বিজেপিতে যোগদান করেন। যোগদান কর্মসূচিতে সুকান্ত মজুমদারের পাশাপাশি বিজেপির প্রাক্তন দুই জেলা সভাপতি শুভেন্দু সরকার ও বিনয় কুমার বর্মন উপস্থিত ছিলেন। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপি দখল করবে দাবি করেছেন সুকান্ত মজুমদার। এই বিষয়ে যোগাদানকারী মলয় দাস বলেন, 'আমরা আজ তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করলাম। তৃণমূল এই গ্রামে কোনও উন্নয়ন করেনি। তৃণমূল গরিব মানুষদের ঘর না দিয়ে যাদের ঘর আছে তাঁদের দিয়েছে। এসব দুর্নীতি দেখে আমরা আজ ১৫টি পরিবার বিজেপিতে যোগদান করলাম।'

মারাদোনার মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য

কলকাতা, ৫ জুলাই (হি.স.): বিশ্বকাপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ জ্বরে কাবু গোটা কলকাতা! দিন দুই আগে কলকাতায় এসেছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। স্বাভাবিকভাবেই মেসির সতীর্থকে দেখার জন্য ফুটবল প্রেমীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি চলছে। বুধবার ডিবুর কলকাতা পরিক্রমা শেষ। সকাল সকাল তিনি পৌঁছে যান কলকাতার শ্রীভূমি ক্লাবে। শেষ দিনে তার কর্মসূচির মধ্যে ছিল, বাইপাসের ধারে দিয়েগো মারাদোনার মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন আর্জেন্টাইন গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। শ্রীভূমিতে মন্ত্রী সুজিত বসুর সঙ্গে হুডখোলা জিপে ঘোরেন এমি। ডিবুকে দেখতে সকাল সকাল শ্রীভূমিতে পৌঁছে গিয়েছিলেন অসংখ্য ফুটবলপ্রেমী মানুষ। ভক্তদের অটোগ্রাফও দিয়েছেন ডিবু। এরপর তাঁকে শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে শ্রীভূমি ক্লাবের পক্ষ থেকে মার্টিনেজকে সোনার গ্লাভস দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। বিশ্বকাপে গোল্ডেন গ্লাভস জেতার পর তিনি যে অশ্লীল পোজ দিয়েছিলেন সেই বিতর্কিত পোজও দিয়েছেন আজ।

পঞ্চায়েত ভোটের প্রেক্ষিতে বিহার-ঝাড়খণ্ড সীমানা সিল করার সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ৫ জুলাই (হি. স.) : নির্বাচনের আগে বাংলার সঙ্গে বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের যে সীমানা রয়েছে, তা 'সিল' করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই দুই রাজ্যের পুলিশ প্রধানের সঙ্গে রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্যর বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, এই দুই রাজ্যের সীমানায় তল্লাশি, নিরাপত্তা এবং সিল করা হবে। তাই এখন থেকেই নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হচ্ছে। সীমান্ত পার করে বাংলাদেশ থেকে দুষ্কৃতী নিয়ে এসে খুন করা হচ্ছে এমন অভিযোগ করেছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও ভিন রাজ্য থেকে দুষ্কৃতীকে দিয়েও রাজ্যে ঝামেলা পাকানোর অভিযোগ উঠেছে বহুবার। তাই এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ইন্দো-বাংলা সীমান্তে নিরাপত্তা বাড়ানোর পাশাপাশি সীমানা সিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। নির্বাচনে নিরাপত্তা সুরক্ষিত করতে তার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি রাজ্য পুলিশকেও সক্রিয় করা হয়েছে। দুই রাজ্যের পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে ভবানী ভবনে বৈঠক শেষ করে মনোজ মালব্য বলেন, 'পটনায় তিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে বৈঠক হয়েছিল। তাঁরা বলেছিলেন, পুলিশেরও এই ধরনের একটা বৈঠক হওয়া দরকার। তাই এই বৈঠক হয়েছে। এখানে মাওবাদী সমস্যা, আন্তঃ রাজ্য অপরাধ, সাইবার অপরাধ—সহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের নিরাপত্তা নিয়েও কথা হয়েছে।'

দু''দিনের সফরে ৪-রাজ্যে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী ৭ ও ৮ জুলাই রয়েছে নানা কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি.স.): দু''দিনের সফরে ৪-রাজ্যে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগামী ৭ ও ৮ জুলাই ছত্তিশগড়, উত্তর প্রদেশ, তেলেঙ্গানা ও রাজস্থানে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, এই ৪-রাজ্যে নানা কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর। দু''দিনের এই সফরে প্রধানমন্ত্রী প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন। ছত্তিশগড় থেকে শুরু হবে সফর. প্রথম দিন ছত্তিশগড়ের রায়পুরে প্রায় ৬,৪০০ কোটি টাকার জাতীয় সড়ক প্রকল্প-সহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি। একই দিনে, তিনি উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর থেকে দু''টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা করবেন। বারাণসীতে তিনি একটি জনসভায় যোগ দেবেন এবং একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন।

পরবর্তী দিন, ৮ জুলাই জাতীয় মহাসড়ক-প্রকল্প সহ তেলেঙ্গানার ওয়ারাঙ্গালে প্রায় ৬,১০০ কোটি টাকা মূল্যের বেশ কয়েকটি পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী। পরে, তিনি রাজস্থানের বিকানেরে ২৪,৩০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। মোদী সেখানে একটি নতুন ৩০ শয্যা বিশিষ্ট কর্মচারীদের রাজ্য বীমা কর্পোরেশন হাসপাতাল উৎসর্গ করবেন

সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি পেলেন তিস্তা, ১৯ জুলাই পর্যন্ত সমাজকর্মীকে গ্রেফতারি থেকে রক্ষাকবচ

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি.স.) : সুপ্রিম কোর্টে বড় স্বস্তি পেলেন সমাজকর্মী তিস্তা শেতলবাদ। আগামী ১৯ জুলাই পর্যন্ত তাঁকে গ্রেফতার করা যাবে না বলে বুধবার জানিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিআর গাভাই, বিচারপতি এএস বোপন্না এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের ডিভিশন বেঞ্চ। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১৯ জুলাই। ২০২২ সালের ২৫ জুন মুম্বই থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল সাংবাদিক তথা মানবাধিকার কর্মী তিস্তাকে। তার পর সেপ্টেম্বরে তিনি সুপ্রিম কোর্ট থেকে অন্তর্বর্তী জামিন পান। সেই জামিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে তিনি গুজরাট হাইকোর্টে সাধারণ জামিনের আর্জি জানান।

কিন্তু সেই আর্জি খারিজ করে দিয়ে সম্প্রতি গুজরাট হাইকোর্ট তিস্তাকে দ্রুত আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন সমাজকর্মী। পয়লা জুলাই রাতে বিশেষ শুনানি হয় সুপ্রিম কোর্টে। তাতে তিস্তাকে এক সপ্তাহের জন্য রক্ষাকবচ প্রদান করে শীর্ষ আদালত। সেই মামলারই শুনানি ছিল বুধবার। বিচারপতি বিআর গাভাই, বিচারপতি এএস বোপন্না এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের ডিভিশন বেঞ্চ এ বিষয়ে গুজরাট সরকারের জবাব তলব করেছে। আগামী ১৯ জুলাই এই মামলার পরবর্তী শুনানি। সে দিনই গুজরাত সরকারকে জবাব জানাতে হবে আদালতকে।

উত্তর দিনাজপুরে বিপুল পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার এসটিএফ-এর

উত্তর দিনাজপুর, ৫ জুলাই (হি. স.) : পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বিপুল পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করল রাজ্যের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের শিলিগুড়ি শাখা। গ্রেফতার করা হয়েছে এক প্রৌঢ়কে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম এমডি আলম। পুলিশ সূত্রে খবর, পাঞ্জিপাড়া এলাকার গোয়ালপুকুর থানার লাড়ুখোয়া এলাকার একটি বাড়িতে হানা দিয়ে এসটিএফ পাঁচটি সেভেন এমএম পিস্তল, তিনটি ওয়ান শটার বন্দুক এবং ১৮০ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে। বাড়ি থেকে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। ধৃত ব্যক্তি লাড়ুখাওয়া এলাকারই বাসিন্দা। তাঁকে গ্রেফতারের পর গোয়ালপুকুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ভোটের তিন দিন আগে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র মজুত করা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কোথা থেকে এই অস্ত্র আমদানি করা হয়েছে, কোথাও পাচারের লক্ষ্য ছিল কি না, কোথায় সেগুলোর ব্যবহার হত, এমন সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে এসটিএফ ডিএসপি সুদীপ ভট্টাচার্য বলেন, ''এসটিএফের শিলিগুড়ি শাখার তরফে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে পাঞ্জিপাড়ায় অভিযান চালানো হয়। তাতে মহম্মদ আলম নামে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে সন্দেহ হয় পুলিশের। পরে তাঁর বাড়িতে তল্লাশি করে ওই বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে।'' তবে এই আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের সঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনের কোনও যোগসূত্র নেই বলে জানাচ্ছেন ওই আধিকারিক। তিনি বলেন, ''এর আগেও আমরা আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছি। তদন্ত করছি। আর কে জড়িত আছে বা কোথায় পাচার হচ্ছিল তা জানার চেষ্টা চলছে।''

রাজ্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডা. সুব্রত গোস্বামী প্রয়াত

কলকাতা, ৫ জুলাই (হি . স.) : প্রয়াত হলেন রাজ্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডা. সুব্রত গোস্বামী। শিয়ালদা ইএসএআই হাসপাতালে পেন ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। চিকিৎসাক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য বিশ্বমঞ্চে পুরস্কৃত হয়েছেন এই স্বনামধন্য চিকিৎসক। শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, ভারতবর্ষে ব্যথা চিকিৎসার অন্যতম পুরোধা ডাক্তার সুব্রত গোস্বামী বুধবার সকালে প্রয়াত হন। দীর্ঘদিন মোটর নিউরন ডিজিজ-এ ভুগছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন চিকিৎসা চলার পর বুধবার সকালে তিনি পরলোক গমন করেন। ব্যাথার চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণে ধারাবাহিক অবদান ছিল তাঁর। গত নভেম্বর মাসে তাঁর অবদানের জন্য বিশ্বমঞ্চে পুরস্কৃত হন শিয়ালদা ইএসএআই হাসপাতালের পেন -প্রধান, ইএসআইয়ের উপ-অধিকর্তা সুব্রত গোস্বামী। কোমর ও পায়ের অসহ্য যন্ত্রণা উপশমের গাইডলাইন তৈরি করে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পান তিনি।

দিল্লির তিস হাজারি আদালত চত্বরে চলল গুলি, তীব্র নিন্দা জানাল বার কাউন্সিল

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি.স.) : গুলি চলল দিল্লির তিস হাজারি আদালত চত্বরে। বুধবার দুপুরে তিস হাজারি আদালত চত্বরে গুলির শব্দ শোনা যায়। যদিও, এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। পুলিশ জানিয়েছে, আইনজীবীদের মধ্যে কোনও বিষয়ে তর্ক-বিতর্কের সময় গুলি চলে। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত। কেউ গুলি চালিয়েছে, তা শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন দিল্লি বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কে কে মানন। তিনি বলেছেন, 'এ বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অস্ত্রের লাইসেন্স ছিল কি না তা খতিয়ে দেখা হবে। অস্ত্রের লাইসেন্স থাকলেও আইনজীবী অথবা অন্য কেউ আদালতের ভেতরে বা আশেপাশে এভাবে ব্যবহার করতে পারবেন না।'

মাইবাঙে উদ্ধার ড্রাগস গ্রেফতার দুই

হাফলং (অসম), ৫ জুলাই (হি.স.) : অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ে ড্রাগসের বিরুদ্ধে পুলিশের তীব্র অভিযান অব্যাহত রয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই জেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ পাচারকারী সহ ড্রাগস উদ্ধার করতে সক্ষম হচ্ছে। মঙ্গলবার বিকেলে ডিমা হাসাও জেলার মাইবাং মহকুমায় অভিযান চালিয়ে ড্রাগস সহ দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

আজ বুধবার মাইবাঙের জনৈক পুলিশ আধিকারিক এ খবর দিয়ে জানান, গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে গতকাল বিকালে লংকা থেকে মাইবাঙের দিকে আগত এএস ০৮ সি ২২২৬ নম্বরের একটি বাস আসছিল। ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের মাইবাং জিরো পয়েন্টে পুলিশ ওই বাসের গতিরোধ করে তাতে তালাশি চালিয়ে বমাল উইলসন কেম্প্রাই (২১) ও রাহুল থাওসেন (২০) নামের দুই ড্রাগস পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের আধিকারিকটি জানান, ধৃত দুই যুবকের বাড়ি মাইবাং শহরে। ওই দুই যুবকের কাছ থেকে পুলিশ ৭.৬০ গ্রাম হেরোইন, সিরিঞ্জ ও ম্যাটেল স্মোকিং পাইপ উদ্ধার করেছে। ধৃত দুই যুবককে আজ বুধবার হাফলঙে বিচারবিভাগীয় আদালতে হাজির করা হলে আদালত এদের জেল হাজতে পাঠিয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশগত অবক্ষয়ের সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা জরুরি : রাষ্ট্রপতি

গড়চিরৌলি, ৫ জুলাই (হি. স.) : জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত অবক্ষয়ের মতো গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি চিরাচরিত জ্ঞান এবং প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং গবেষণার মাধ্যমে এই ধরনের সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা জরুরি। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বুধবার মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলির গন্ডোয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের দশম সমাবর্তনে উপস্থিত হয়ে প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি বলেছেন, 'রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর এটাই আমার প্রথম মহারাষ্ট্র সফর। মহারাষ্ট্রের এই পবিত্র ভূমিতে এসে আমি খুবই আনন্দিত বোধ করছি। এটা আমার জন্য বিশেষ আনন্দের বিষয় যে মহারাষ্ট্রে আমার এই সফরের প্রথম কর্মসূচি হল তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে সম্পর্কিত এই সমাবর্তন।' রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'অন্তর্ভুক্তিমূলক, সাশ্রয়ী এবং উপযোগী শিক্ষা প্রদানের জন্য গন্ডোয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশংসনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া এবং শিক্ষকদের পাশাপাশি স্থানীয় সম্প্রদায়কে সংযুক্ত করে।' রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, 'উপজাতি সম্প্রদায় এবং অনগ্রসর শ্রেণীর যুবকদের শিক্ষার মাধ্যমে নতুন সুযোগ প্রদানের জন্য আমি গন্ডোয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসা করি।' এই অনুষ্ঠানে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল রমেশ বাইস, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন গড়করি, উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. প্রশান্ত বোকারে উপস্থিত ছিলেন।

উচ্ছ্বসিত মোদী, ভারতীয় দলকে জানালেন অভিনন্দন বার্তা

কলকাতা, ৫ জুলাই (হি. স.) : লেবাননের পর কুয়েত। ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপের পর সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ। এক মাসের মধ্যে দুটি আন্তর্জাতিক ট্রফি ভারতের। ফুটবল মাঠে দৌড়চ্ছে ভারতের জয়রথ।

সুনীল ছেত্রীদের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় দলকে জানালেন অভিনন্দন বার্তা। প্রধানমন্ত্রী বুধবার সকালে সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ''ভারত চ্যাম্পিয়ন, আবার! সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩-এ নীল বাঘেদের শাসন। আমাদের খেলোয়াড়দের অভিনন্দন। ভারতীয় দলের অবিস্মরণীয় সফর, সঙ্গে দৃঢ় সংকল্প, খেলোয়াড়দের নাছোড় মানসিকতা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খেলোয়াড়দের অনুপ্রেরণা দেবে''। সচিন তেন্ডুলকরও মুগ্ধ সুনীল ছেত্রীদের খেলা দেখে। মঙ্গলবার রাতে যেভাবে বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে কুয়েতের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়ার পরও পাল্টা লড়াই করে ঘুরে দাঁড়ায় ভারত, এবং টাইব্রেকারে স্নায়ুর চাপ সামলে ট্রফি জিতে নেয়, তা দেখে উচ্ছ্বসিত মাস্টার ব্লাস্টার। সামাজিক মাধ্যমে প্রশংসায় ভরালেন টিম ইন্ডিয়াকে। ভারতের জয়ের পর সচিন সুনীলদের জরোৎসবের ছবি পোস্ট করে সঙ্গে লেখেন, ''শক্তি, সংকল্পের কী অবিশ্বাস্য প্রদর্শন। ইস্পাতকঠিন স্নায়ুর প্রমাণ দিয়েছো তোমরা। বিরাট অভিনন্দন ভারতীয় ফুটবল দলকে। সাফ চ্যাম্পিয়ন ২০২৩''।

তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলে অশান্ত বাসন্তীর কাঁঠালবেড়িয়া, বোমাবাজির পাশাপাশি চলল গুলিও

বাসন্তী, ৫ জুলাই (হি.স.): তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুব তৃণমূলের লড়াই ঘিরে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর কাঁঠালবেড়িয়া। উত্তর ভাঙনখালির আবেদ আলি লস্কর পাড়ায় বোমাবাজির পাশাপাশি চলল গুলি। বুধবার সকালেও এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় তাজা বোমা, বোমার টুকরো ও গুলির খোল। এই ঘটনায় আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা।

গন্ডগোলের সূত্রপাত পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়নকে কেন্দ্র করে। কাঁঠালবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮৭ নম্বর বুথে তৃণমূলের হয়ে মনোনয়ন জমা দেন সারজিনা লস্কর ও পারুলি লস্কর। পারুলি দলীয় প্রতীক পাওয়ায়, সারজিনা নির্দল হিসেবে দাঁড়িয়ে যান। তাই নিয়েই বিবাদ। অভিযোগ, পঞ্চায়েত ভোটের আগে এলাকার রাশ হাত রাখতে ও নির্দলদের ভয় দেখাতে গতকাল বোমাবাজি করে তৃণমূল প্রার্থীর অনুগামীরা। তৃণমূল নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি।

পঞ্চায়েত ভোটের আগে নন্দীগ্রামে বোমা উদ্ধার, পুলিশ পাকড়াও করল দু''জনকে

নন্দীগ্রাম, ৫ জুলাই (হি.স.): পঞ্চায়েত ভোটের আগে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামে বেশ কয়েকটি তাজা বোমা উদ্ধার করল পুলিশ। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিধানসভা কেন্দ্র এই নন্দীগ্রাম, মঙ্গলবার রাতে এখানেই বেশ কয়েকটি তাজা বোমা উদ্ধার হয়। বোমা উদ্ধারের ঘটনায় দু''জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। স্থানীয়দের অভিযোগ, নন্দীগ্রামের বাহাদুরপুরে রাতের অন্ধকারে বাইকে করে বোমা পাচার করা হচ্ছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা তাড়া করে দু''জনকে ধরে ফেললেও একজন পালিয়ে যায়। তাদের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি করেছে পুলিশ। পরে নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ ওই দু''জনকে আটক করে।

দিনহাটায় আক্রান্ত সিপিএম প্রার্থীর স্বামী, মধ্যরাতে বাড়িতে গুলি-বোমা নিয়ে হামলা

কোচবিহার, ৫ জুলাই (হি.স.): পঞ্চয়ের ভোটের আগে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহার জেলার দিনহাটা। মঙ্গলবার মধ্যরাতে দিনহাটায় সিপিএম প্রার্থীর বাড়িতে গুলি ও বোমা নিয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে দিনহাটার বড়শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের মদনাকুড়ায়। গুলি, বোমার পাশাপাশি দুষ্কৃতীরা তিরও ছোড়ে বলে অভিযোগ। তিরের আঘাতে জখম হয়েছেন সিপিএম প্রার্থী ফরিদা খাতুন বিবির স্বামী মনোয়ার মিয়াঁ। তিনি দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মঙ্গলবার মধ্যরাতে ঘটনাটি ঘটে। রাতেই দিনহাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ৬/২০৮ নম্বর বুথের সিপিএম প্রার্থী ফরিদা বিবির দেওরের অভিযোগ, 'রাতে হঠাৎই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হামলা চালায়। বোমাবাজি করে। তির ছোড়ে। আমরা সিপিএমের লোক তাই হামলা চালিয়েছে।' সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য শুভ্রালোক দাস বলেন, 'তৃণমূলের পাশে জনসমর্থন নেই। তাই সন্ত্রাস করে ভোটে জিততে চাইছে তারা।' যদিও অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন তৃণমূলের দিনহাটা ১ ব্লক সভাপতি শুধাংশু রায়।

করিমগঞ্জের দোহালিয়ায় সেগুন কাঠ সহ গ্রেফতার দুই অরণ্য—দস্যু

পাথারকান্দি (অসম), ৫ জুলাই (হি.স.) : মঙ্গলবার গভীর রাতে করিমগঞ্জ ফরেস্ট ডিভিশনের অন্তর্গত দোহালিয়ায় বনজ সম্পদ সেগুন কাঠ সহ ধরা পড়েছে দুই অরণ্য—দস্যু।

আজ বুধবার দোহালিয়া রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার প্রণব কলিতা জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল গভীর রাতে সলগইয়ের বিট অভিসার আব্দুল হাসিব লস্কর, ফরেস্টার প্রদীপ বারই, সরজিৎ দাস, বনকর্মী দিলোয়ার হুসেন এবং বন সুরক্ষা বাহিনী, বাজারিছড়া থানার পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর একটি দল প্রথমে হানা দেয় ডেঙ্গারবন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর খাসিয়ারগুল গ্রামে। সেখানে থেকে চেরাই সেগুন কাঠ সহ আটক করা হয় জনৈক রামলাল ভরের ছেলে শম্ভু ভর (৪০)-কে।

এর পর বন বিভাগের দল পেঁচারঘাট গ্রামে হানা দিয়ে প্রয়াত অম্বিকা বৈদ্যের বছর ৪০-এর ছেলে রঞ্জিত বৈদ্যকে আটক করে। ধৃতদের বাড়ি থেকে প্রায় ৩০ সিএফটি চেরাই সেগুন কাঠ বাজেয়াপ্ত করেছেন তাঁরা, জানান রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার প্রণব কলিতা।

রাতে কাঠ সহ দুই জঙ্গল—দস্যুকে দোহালিয়া রেঞ্জে আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয়। জেরায় ধৃতরা তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ স্বীকার করে এ ধরনের অপকর্মে আরও কয়েকজন জড়িত বলে জানিয়েছে। রেঞ্জার জানান, বাকিদের ধরতে বন বিভাগের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

আজ ধৃতদের করিমগঞ্জের বিচারবিভাগীয় আদালতে তোলা হয়। আদালতের নির্দেশে তাদের জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস নওশাদের, থানায় তরুণী

কলকাতা, ৫ জুলাই (হি. স.) : আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকির বিরুদ্ধে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ। জিরো দায়ের হল নিউটাউন থানায়। বিমানবন্দর থানা এলাকার বাসিন্দা এক মহিলা বুধবার দুপুরে নিউটাউন থানায় অভিযোগ করেন নওশাদের বিরুদ্ধে। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্ত। এই অভিযোগ নিয়ে নওশাদ সাংবাদিক সম্মেলন করবেন বলে খবর। অভিযোগকারী মহিলা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে নওশাদ তাঁর সঙ্গে সহবাস করেছেন। তাঁকে বিয়ের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছেন তিনি। তবে আইএসএফ বিধায়কের সঙ্গে তাঁর পরিচয় কবে, কীভাবে ঘনিষ্ঠতা তা নিয়ে কোনও প্রশ্নের জবাব তিনি দেননি। অভিযোগকারীর দাবি, "আপনাদের যা জানার নওশাদকে জিজ্ঞেস করুন।" জানা গিয়েছে, তিনি এয়ারপোর্ট চত্বরের বাসিন্দা। নিউটাউন থানায় জিরো এফআইআর করেছেন। পরে তা বিমানবন্দর থানায়

শুধু আশ্বাসই পাচ্ছেন হতদরিদ্র মতিলাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ জুলাই।। সত্তর বছরের মতিলাল দেবনাথ হতদরিদ্র পরিবারের গৃহকর্তা। স্ত্রী, এক ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়ে তার পরিবার। শারীরিকভাবে বেশ দুর্বল হওয়ায় সংসার চালাতে গত ২০ বছর ধরে করছেন ভিক্ষাবৃত্তি। সংসারের হাল ধরার আর কেউ নেই। নুন আনতে পান্তা ফুরোয় পরিবারটির,এই পরিবারের অবস্থা করুণ। ঘটনা চড়িলাম বিধানসভার দক্ষিণ ব্রজপুর পঞ্চায়েত এলাকায়। বাম আমলে সংশ্লিষ্ট এলাকার মেম্বার প্রধানের নজরে পড়েনি মতিলালের পরিবারটির দিকে। স্ত্রী পারুল দেবনাথ সরকারি সাহায্যের আশায় নেতাদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এভাবেই চলছিল হতদরিদ্র পরিবারটির সংসার। রাজনৈতিক পালা বদলের পরেও পরিবারটির দিকে নজর পরেনি বিজেপির প্রধান মেম্বারদের এমনই অভিযোগ করল এলাকার সংশ্লিষ্ট জনগন।আজও কাটেনি তাদের দৈন্যদশা। গেরুয়া আমলেও গৃহকর্তা মতিলাল দেবনাথের একটি বৃদ্ধ ভাতার আশায় স্ত্রী পারুল কম ঘুরেননি নেতাদের কাছে। ঘুরতে ঘুরতে ভাতা না পেলেও সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত প্রধানের কাছ থেকে পেয়েছিলেন ভাতার আশ্বাস। ক্ষমতার প্রত্যাবর্তনের চার মাসের মাথায়ও আশ্বাস দিয়েছিলেন পঞ্চায়েতের প্রধান মিঠুন দেবনাথ। সূত্রের খবর, এলাকাবাসীর সিদ্ধান্তক্রমে মতিলাল দেবনাথের নামে বরাদ্দ হওয়া বৃদ্ধ ভাতাটি কেন হয়নি এলাকার মানুষ জানতে চায়। খবরটি স্থানীয়দের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তেই গুঞ্জন শুরু হয় দক্ষিণ ব্রজাপুর পঞ্চায়েত এলাকায়। বিষয়টি ভালো চোখে দেখছে না স্বয়ং বিজেপির একাংশ নেতারাও। বর্তমানে মতিলাল দেবনাথের পরিবারের সদস্যরা প্রায়ই অভুক্ত অবস্থায় থাকে। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কেউ নেই। মতিলাল বর্তমানে বিছানায় শয্যাশায়ী। বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছেন তিনি। টাকার অভাবে কিনে খেতে পারছেন না ওষুধ। চলছেনা সংসারও। মৃত্যু পথযাত্রী অবস্থায় সরকারি একটু সাহায্যের আশায় বুক বেঁধে রয়েছেন মতিলাল দেবনাথ।

সিপিএমের সাথে

● প্রথম পাতার পর

ফাটিয়েছেন।তিনি বলেন, বর্তমানে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কংগ্রেসকে লীজ দিয়ে রেখেছে। তিনি যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাই মেনে নেন।

প্রশান্তের কথায়, দীর্ঘ দিন কংগ্রেস দলের সাথে যুক্ত কর্মীদের এবং দলের দুর্দিনে পতাকা হাতে নেওয়া কর্মীদের দলে মর্যাদা নেই বললেই চলে। এই সমস্ত কারণে দল করা সম্ভব হচ্ছে না বলে কংগ্রেস ছেড়েছেন তিনি। তাঁর কটাক্ষ, এয়োদশ বিধানসভা নির্বাচনে সুদীপ রায় বর্মন নিজের ব্যক্তিগত লাভের জন্য কমিউনিস্ট দলের সাথে হাত মিলিয়েছেন। তা না হলে ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনের মতো এবছরও কংগ্রেস দলের আসন শূন্যই থাকত।

এদিন বিজেপি দলে যোগদান করে আশীষ লাল সিংহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব ত্রিপুরায় উন্নয়ন ধারা বয়েই চলেছে। তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে বিজেপি দলে যোগদান করেছেন তিনি। সাথে তৃণমূল নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় তৃণমূলের কর্মীরা দলনেত্রীর অবহেলার শিকার হয়েছেন। বহুবার তাঁর সাথে দেখা করার প্রত্যাশা নিয়ে হতাশ হয়েছেন কর্মীরা। এমনকি, ত্রিপুরায় এয়োদশ বিধানসভা নির্বাচনে প্রচারে এসেও তিনি প্রদেশ তৃণমুল কংগ্রেসের কর্মীদের সাথে দেখা করেননি। এই ক্ষোভ থেকে তৃণমূল ছেড়েছেন তিনি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গোরক্ষপুর রেল স্টেশনকে অত্যাধুনিক মানের গড়ে তুলবে ভারতীয় রেল ৭ জুলাই শিলান্যাস মোদীর

গোরক্ষপুর, ৫ জুলাই (হি. স.): উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর রেল স্টেশনকে অত্যাধুনিক মানের গড়ে তুলবে ভারতীয় রেল। নতুন করে সাজিয়ে তোলা হবে এই স্টেশনকে। আন্তর্জাতিক মানের যাত্রী পরিষেবা থাকবে এই স্টেশনে। ৭ জুলাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই পুনর্নির্মাণ কাজের শিল্যান্যাস করবেন। এর জন্য খরচ হবে প্রায় ৪৯৮ কোটি টাকা। অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধার পাশাপাশি গোরক্ষপুরের ঐতিহ্য তুলে ধরা হবে। এমনকি বিমানবন্দরের মতো সুযোগ সুবিধার সমস্ত ব্যবস্থা থাকবে এই স্টেশনে।

প্রসঙ্গত, ৭ জুলাই উত্তর প্রদেশে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তখনই গোরক্ষপুরের স্টেশনের পুনর্নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি। এটা ছাড়াও একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন মোদী। গোরক্ষপুর থেকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনাও করবেন মোদী। গোরক্ষপুরের অনুষ্ঠান সেরে মোদী যাবেন বারাণসী। সেখানেও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের শিলান্যাস করবেন তিনি।

শিলচর ফ্যামিলি কোর্টে চতুর্থ শ্রেণির পদে প্রত্যাখ্যান তালিকা প্রকাশিত

শিলচর (অসম), ৫ জুলাই (হি.স.) : কাছাড়ের শিলচর ফ্যামিলি কোর্টের প্রধান বিচারপতি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, গত পয়লা মার্চ জারিকৃত শিলচর পরিবার আদালতে, অর্থাৎ ফ্যামিলি কোর্টে গ্রেড-ফোর (পিয়ন) পদে নিযুক্তির জন্য যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল, এতে ৩৪৬ জব প্রার্থীর আবেদনের প্রত্যাখ্যান তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।প্রত্যাখ্যানের কারণ কাছাড় বিচার বিভাগের অফিশিয়াল ওএর পরিপ্রেক্ষিতে জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট প্রার্থীরা আগামী ১৯ জুলাই বা তার আগে ফ্যামিলি কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে আপত্তি (যদি থাকে) দাখিল করতে পারেন। ওই তারিখের পর কোনও আপত্তি গ্রহণ করা হবে না বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন ফ্যামিলি কোর্টের প্রধান বিচারপতি।

আইটিআইতে কম্পিউটার কোর্সে ভর্তির দরখাস্ত আহ্বান

শিলচর (অসম), ৫ জুলাই (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত শ্রীকোণায় অবস্থিত আইটিআইতে এনআইইএলআইটি 'ঞ্জ' লেভেল কম্পিউটার কোর্সে ভর্তির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে।

দ্বাদশ শ্রেণি পাস অথবা আইটিআই সার্টিফিকেটধারী প্রার্থীরা আগামী ২৬ জুলাই বিকেল পাঁচটার মধ্যে দরখাস্ত জমা দিতে পারবেন। আগামী ২৮ জুলাই সকাল দশটায় লিখিত পরীক্ষা এবং এবং বেলা একটায় মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হবে। বিস্তারিত বিবরণ শ্রীকোণা আইটিআইতে নোটিশ বোর্ডে পাওয়া যাবে বলে সরকারি প্রেসবার্তায় জানানো হয়েছে।

বিদ্রোহীদের

● প্রথম পাতার পর

দু'মাসেই বদলে গেল পরিস্থিতি। গত ২ মে মুম্বইয়ের নরিম্যান পয়েন্টে তাঁর রাজনৈতিক গুরু প্রয়াত যশবন্ত রাও চহ্বাণের নামাঙ্কিত প্রেক্ষাগৃহে এনসিপির বৈঠকে নাটকীয় ভাবে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসরের ঘোষণা করেছিলেন তিনি। সে দিন দলের সাংসদ, বিধায়ক, পদাধিকারিরা একযোগে সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য শরদ পওয়ারের কাছে অনুনয় শুরু করেছিলেন। বুধবার সেই নেতাদেরই একাংশ ১৮ কিলোমিটার দূরে বান্দ্রার এমইটি কলেজ অডিটোরিয়ামে সম্মেলন করে শরদকে দলের সভাপতি পদ থেকে সরানোর কথা ঘোষণা করলেন।

শরদের স্থানে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি পদে তাঁরই 'বিদ্রোহী' ভাইপো অজিত পওয়ারকে নির্বাচিত করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে বান্দ্রার সম্মেলনে। ঘটনাচক্রে, অজিত শিবিরের নেতা ছগন ভুজবল, প্রফুল্ল পটেল, দিলীপ পাতিল, সুনীল তটকরেদের ওই ঘোষণার সময় শরদ ছিলেন সেই সেই যশবন্ত রাও চহ্বাণ সেন্টারেই। তাঁর অনুগামী নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে নতুন 'লড়াই' শুরু করার কথা ঘোষণা করে বলেছেন, "আমাদের হাত থেকে এনসিপির প্রতীক কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না।" কিন্তু বুধবার তাঁর মঞ্চে দেখা গেল এনসিপির মাত্র ১৩ বিধায়ককে। অন্য দিকে, অজিত শিবিরের দাবি, বান্দ্রায় তাঁদের বৈঠকে দলে ৪০ জন বিধায়ক হাজির ছিলেন। গত রবিবার অজিত-সহ ন'জন এনসিপি বিধায়ক মহারাষ্ট্রের শিন্ডেসেনা-বিজেপি জোট সরকারের মন্ত্রিপদে শপথ নিয়েছিলেন। অজিত বুধবার বলেন, "সরকারে যোগ দেওয়ার দু'দিন আগেই এনসিপির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছি আমি।"

শরদের বৈঠক শুরুর ঘন্টা খানেক পরেই শুরু হয়েছিল অজিত শিবিরের সম্মেলন। সেখানে হাজির বিধায়কদের রীতিমতো ১০০ টাকার 'স্ট্যাম্প পেপার'-এর হলফনামায় সই করিয়ে সমর্থনের অঙ্গীকার করতে হচ্ছিল। দুপুর পৌনে ১টা নাগাদ সম্মেলনের মঞ্চে আরও কিছু বিধায়ককে নিয়ে পৌঁছলেন অজিত। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে যুযুধান দুই গোষ্ঠীর অধিবেশনের মঞ্চেই 'হাজির ছিলেন শরদ'। ছবিতে এবং স্লোগানে। যশবন্ত রাও চহ্বাণ সেন্টারের মঞ্চে ছিল এক মাত্র তাঁরই ছবি। অন্য দিকে, অজিত গোষ্ঠীর মঞ্চেও সবচেয়ে বড় ছবি ছিল শরদেরই। তার পর অপেক্ষাকৃত ছোট অবয়বে অজিত, প্রফুল্ল পটেল, ছগন ভুজবল এবং সুনীল তটকরে। অজিত শিবিরের অন্য মন্ত্রী এবং কয়েক জন বিধায়কের সারিবদ্ধ মুখের ছবিও দেখা গিয়েছে মঞ্চে। শরদের নামে জয়ধ্বনি করে মন্ত্রী ছগন বলেন, "শরদজি আমাদের গুরু। তাই আমরা গুরুদক্ষিণা দিয়েছি। ওঁর ভাইপোকে উপমুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছি।" কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই মঞ্চে অজিতের অনুগামীরা সর্বসম্মত ভাবে তাঁকে দলের সভাপতি মনোনীত করেন।

রাজ্য কংগ্রেসে

● প্রথম পাতার পর

সঙ্গে দেখা করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

শুধু তাই নয় প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর সঙ্গেও মিলিত হলেন আশীষ সুদীপ। তাদের সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেসে মুখপাত্র ডক্টর অজয় কুমার এবং এআইসির অন্যতম নেতৃত্ব সারিতা। এদিন সন্ধ্যায় খারগের বাসভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আগামী লোকসভা নির্বাচন দলের রনকৌশল কি হবে এই সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও আলোচনা হয় বলে সূত্রের খবর। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ সাহা রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরেন দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে। আশীষ সাহা জানান ত্রিপুরার ওপর এআইসির বিশেষ নজর থাকবে। আগামী দিনে দল কিভাবে নির্বাচনের লড়াই করবে এ নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। মনিপুর সহ গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে পরিস্থিতি নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয় বলে জানা গেছে। সামনে বেশ কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন হওয়ায় বিষয়টিও উঠে আসে আলোচনা।

বিরোধী ঐক্যের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। সব মিলিয়ে আগামী লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস নতুন করে ঘর গোছানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে। তবে রাজ্যের কংগ্রেসের অবস্থা কিন্তু অন্য কথা বলছে। একের পর এক কংগ্রেস দলের ভাঙ্গন এবং বিজেপিতে যোগদান নিয়ে দলের মধ্যেই প্রশ্ন উঠছে। রাজনৈতিক মহল বলছে বীরজিৎ ঘনিষ্ঠরা এক প্রকার ঘরে বসে গেছে। বলা যেতেই পারে দলের যুব নেতৃত্ব থেকে ছাত্র নেতৃত্ব কাউকে এখন রাস্তায় দেখা যায়। রাখু সম্রাটরা এখন ঘর বন্দী। দলীয় কর্মসূচিতে তাদের ছাড়াই সুদীপ ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত যুবনেতা মোহাম্মদ শাহনাজকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। হঠাৎ করে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে সদরের এস ডি পি ওর কাছে যান তারা। অর্থাৎ কংগ্রেসের অবস্থা অনেকটাই মেরে হয়ে গেছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বক্তব্য।

বুধবার পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ চার কুখ্যাত চোরকে আটক করেছে। ছবি নিজস্ব।

ছয় জনগোষ্ঠীর জন্য অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং এছাড়া স্বাস্থ্য বিভাগেও আসন সংরক্ষণ

গুয়াহাটি, ৫ জুলাই (হি.স.) : অসমে আরও ৭ লক্ষ সুবিধাভোগীকে অরুণোদয় প্রকল্পের টাকা, বছরে আড়াই থেকে চার লক্ষ টাকা উপার্জনকারীদের বিনামূল্যের চাল ও স্বাস্থ্য বিমা, উচ্চমাধ্যমিকে ছাত্রীরা ৬০ এবং ৭৫ শতাংশ প্রাপ্ত ছাত্রদের স্কুটি সহ কয়েকটি সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য ক্যাবিনেট।আজ বুধবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত ক্যাবিনেট বৈঠকে এছাড়া আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ক্যাবিনেট বৈঠকের পর আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির নির্যাস তুলে ধরেছেন দুই মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বরায়া এবং বিমল বরা।দুই মন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকার অসমে নতুন আরও সাত লক্ষ সুবিধাভোগী চয়ন করে প্রতি মাসে ১,২৫০ টাকা করে অরুণোদয় প্রকল্পের টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেপ্টেম্বরের ১০ তারিখ নির্বাচিত সুবিধাভোগী প্রত্যেকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ওই টাকা জমা হয়ে যাবে।এছাড়া ২০২৫ নতুবা ২০২৭ সালে অসমে জাতীয়স্তরের ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে অসম সরকার ইতিমধ্যে ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থাকে অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।এছাড়া এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬০ শতাংশ প্রাপ্ত ছাত্রী এবং ৭৫ শতাংশ প্রাপ্ত ছাত্রদের রাজ্য সরকার একটি করে স্কুটি দেওয়ার সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়েছে ক্যাবিনেটে। তাছাড়া এ বছর অসমের নবম শ্রেণির ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ছাত্রছাত্রীকে বাই-সাইকেল দেওয়ার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।আরও সিদ্ধান্তের তথ্য দিয়ে দুই মন্ত্রী জানান, রাজ্যের ছয় জনগোষ্ঠীর জন্য অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আসন সংরক্ষণ থাকবে। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পেশাদার কোর্সে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি) / আরও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (এমওবিসি)-র জন্য আসন সংরক্ষণের হার ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৭ শতাংশ করা হয়েছে।তাঁরা আরও জানান, ওবিসি / এমওবিসি-র জন্য আসন সংরক্ষণ সম্প্রদায় অনুসারে করা হয়েছে। যেমন, চা উপজাতি, মোরান, মটক, তাই-আহোম, চুটিয়া এবং কোচ-রাজবংশীদের জন্য ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই নিয়ম চালু হবে। এছাড়া স্বাস্থ্য বিভাগেও থাকবে ছয় জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত আসন।এভাবে রাষ্ট্রীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের অধীনে চাল সরবরাহের ক্ষেত্রেও নয়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী বছরে আড়াই লক্ষের বদলে এখন থেকে চার (৪) লক্ষ টাকা উপার্জনকারীরা বিনামূল্যের চাল এবং স্বাস্থ্য বিমা পাবেন। নয়া সুবিধাভোগীরা পাবেন এই সুবিধা। এমএসএমই-এর ক্ষেত্রে একজন উদ্যোগীকে একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান খুলতে বহু অনুমতিপত্রের প্রয়োজন ছিল। এখন ওই বাধা আর থাকবে না। কেবলমাত্র ফায়ার এবং পাওয়ার, এই দুই অনুমতি পত্র নিয়ে শিল্প-প্রতিষ্ঠান খোলাব যাবে। শিল্প-প্রতিষ্ঠান খোলার পরও ওই দুই অনুমতিপত্র সংগ্রহ করা যাবে, জানান দুই মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বরায়া এবং বিমল বরা।

উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

সিদ্ধান্তের ফলে প্রচন্ড হয়রানির শিকার হতে হয়েছে বিভিন্ন স্তরের যাত্রী সাধারণদের।বিভিন্ন স্তরের যান চালক সহ সাধারণ মানুষদের বক্তব্য হচ্ছে রাজ্যের আর কটা রেলস্টেশনে এরকম ভাবে পার্কিং সংক্রান্ত বিষয় বলবৎ রয়েছে তা তাদের জানা নেই। পাশাপাশি টমটম চালকদের থেকে শুরু করে অটো চালকরা দাবি করছেন এভাবে পার্কিং ফি ধার্য করা কোন ভাবেই তারা মেনে নিতে পারবে না। শেষ সংবাদ পর্যন্ত গোটা বিষয় নিয়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে এ প্রসঙ্গে রুবেল দাস নামের টেন্ডার প্রাপক ওই যুবকের কাছে সাংবাদিকেরা জানতে চাইলে সে জানায়, সে রেল দপ্তর থেকে পাঁচ বছরের জন্য ৮৫,৫০০ টাকার বিনিময়ে টেন্ডার নিয়েছে পার্কিংয়ের জন্য। প্রতিদিনের পার্কিং ফ্রি ২০ ধার্য করা হয়েছে। তার কাছে নাকি বৈধ কাগজ রয়েছে বলে দাবি করেছে।

পঞ্চাশ লক্ষ

● প্রথম পাতার পর

খবরের ভিত্তিতে চুরাইবাড়ি থানার নাকা পয়েন্টে আজ দুপুর ১ টা নাগাদ ডাব্লিউ বি৭৩ডি৫৯১১ নম্বরের শিলচরমুখী ১০ চাকার লরিকে আটক করে পুলিশ। তাতে তল্লাশি চালিয়ে ৩৩৭ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। লরির গোপন চেম্বার থেকে গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানান তিনি। সাথে গাড়ির চালককেও গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে চুরাইবাড়ি থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, ধৃত গাড়ির চালক অসমের গৌহাটির বাসিন্দা জাকির হোসেন। তাকে থানা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে।বাজেয়াপ্ত শুকনো গাঁজার বাজার মূল্য আনুমানিক পঞ্চাশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা হবে।

সরকার

● প্রথম পাতার পর

বিকাশ দেববর্মা বলেন,এই হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হওয়া ২শিশুর আত্মার শান্তি কামনা করেছেন এবং তাদের পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। তিনি আরো জানান যে,এই হৃদয়বিদারক ঘটনার খবর পাওয়ার পর থেকেই তিনি তাদের পরিবারকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার জন্য বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন এবং অবশেষে আজ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় তিনি মৃতদের পরিবারকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পেরেছেন। মন্ত্রীকে আজ কাছে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন এলিসা রুপিনী এবং এমি দেববর্মার পরিবার পরিজনরা।

ভিন রাজ্যের পুলিশদের নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের আরজি শুভেন্দুর

পূর্ব মেদিনীপুর, ৫ জুলাই (হি. স.) : এক দফায় পঞ্চায়েত ভোট সামাল দিতে শুধু রাজ্য পুলিশ বা কেন্দ্রীয় বাহিনীই নয়, ভিন রাজ্যের পুলিশকেও কাজে লাগানো হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে পঞ্চায়েতের প্রচারের শেষ লগ্নে বুধবার পূর্ব মেদিনীপুরের নামালডিয়ায় সভা ছিল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। সভা শেষে গাড়ির ওঠার সময় ভিন রাজ্যের কয়েকজন পুলিশকর্মীকে দেখতে পান শুভেন্দু। আর সঙ্গে সঙ্গে হাত জোড় করে তাঁদের কাছে অনুরোধ করলেন, যেন ওই পুলিশকর্মীরা নিরপেক্ষভাবে ভোটের দায়িত্ব পালন করেন। ভোট পরিচালনার কাজে ইতিমধ্যেই রাজ্যের অনেক জায়গায় ভিন রাজ্যের পুলিশ বাহিনী মোতায়েনও হয়ে গিয়েছে। ভিন রাজ্যের পুলিশকর্মীদের শুভেন্দুবাবু এদিন বোঝান যে তাঁদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ডাকেনি। আদালতের নির্দেশে তাঁরা বাংলায় ভোট পরিচালনার জন্য এসেছেন। ওই পুলিশকর্মীদের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, 'কোনও পক্ষপাতিত্ব করবেন না।'সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তির রক্ষা করা দায়িত্ব যে তাঁদের উপর, সেই কথাও স্মরণ করিয়ে দেন বিরোধী দলনেতা। হাত জোড় করে তাঁদের কাছে আবেদন করেন, 'আপনারা বাইরে থেকে এসেছেন। বাংলায় গণতন্ত্র পুরো শেষ হয়ে গিয়েছে। আর রাজ্যে পুলিশকে পুরো (দলের) ক্যাডার বানিয়ে ফেলেছে। এদের কথা শুনবেন না। নিরপেক্ষভাবে কাজ করুন।'বাইরের রাজ্য থেকে ভোট পরিচালনা করতে আসা পুলিশকর্মীদের উদ্দেশে এই বার্তাই দিয়ে রাখলেন শুভেন্দুবাবু। এরপর তাঁদের উদ্দেশে নমস্কার জানিয়ে নিজের গাড়িতে চেপে সেখান থেকে চলে যান। শুভেন্দুবাবুর বক্তব্যের পর সেখানে ভিড়ের মধ্যে থেকে 'ভারত মাতা কি জয়' এবং 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিও শোনা যায়।

বিজেপি ভাইরাস হলে, প্রতিষেধক তৃণমূল, দাবি অভিষেকের

পূর্ব বর্ধমান, ৫ জুলাই (হি. স.) : পঞ্চায়েত ভোটের আগে কালনার সভা থেকে বুধবার গেরুয়া শিবিরকে তীব্র আক্রমণ করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।পশ্চিমবঙ্গে কোভিড পরিস্থিতি এই মুহূর্তে স্বাভাবিক হলেও, পঞ্চায়েত ভোটের আগে রাজনৈতিক সংলাপে এখন "ভাইরাস" শব্দটা আক্

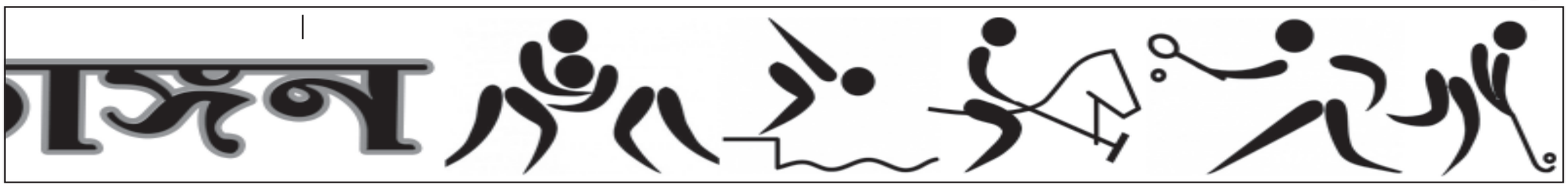

সোনামুড়ায় সিনিয়র ক্রিকেট সুপারে জয় দিয়ে শুরু নেতাজি সংঘেরও

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। আবু তাহের-এর অলরাউন্ড পারফরম্যান্স। তাতেই জয় পেলো নেতাজি সঙ্ঘ। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্রিকেটের সুপার লিগে। মেলাঘর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে নেতাজি সঙ্ঘ ভি জে ডি ম্যাথডে ৮৫ রানে পরাজিত করে ব্লাড ড্রপসকে। প্রথমে ব্যাট হাতে ৪২ রান করার পর বল হাতে ৪ উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন আবু তাহের। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে নেতাজি সঙ্ঘ ১৯৮ রান করে। দলের পক্ষে আবু তাহের ২৩ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪২,তিলক সরকার ৩২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭, অরিন্দম বর্মন ২২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪, বিকাশ মজুমদার ২২ বল খেলে ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ এবং রাজীব সাহা ২৩ বল খেলে ২টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ রান করেন। ব্লাড ড্রপসের পক্ষে মহ: জুবের উদ্দিন ৩৬ রানে ৩টি, কার্তিক দেবনাথ ২৪ রানে ২ টি এবং রাইহান আহমেদ ৪৮ রানে ২ টি উইকেট পেয়েছেন। জবাবে কেলতে নেমে ব্লাড ড্রপস ক্লাব ১০৭ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে প্রদীপ নট্ট ৩৮ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৮,মহ: জুবের উদ্দিন ৮ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ রান করেন। নেতাজি সঙ্ঘের পক্ষে আবু তাহের ৭ রানে ৪ টি এবং বিকাশ মজুমদার ২৯ রানে ২ টি উইকেট পেয়েছেন।

সন্ধান চাই

Ref :- Sanitbazar P.S. Case No.2023STB018
Dated : 23/06/23 U/S 363 IPC

পাশের ছবিটি শ্রীমতি বাসন্তি সরকার বয়স ১৩ বৎসর, পিতা- মৃত সুনীল সরকার, সাং- হিনারনগর হাসাপাতাল টিলা, থানা - পুরান রাজবাড়ী, দক্ষিণ ত্রিপুরা। উচ্চতা ৫ ফুট, গায়ের রঙ - ফর্সা। গত ১৪-০৬-২০২৩ইং সময় আনুমানিক রাত ১২টা ৩০ ঘটিকায় নিজ বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না বলে বের হয় যায় পরে সে আর বাড়ীতে ফিরে আসে নাই। উক্ত নিখোঁজ মেয়েটিকে এখন পর্যন্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লিখিত নিখোঁজ মেয়েটির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানার ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করা জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

১। এসপি (ডি আই বি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া
ফোন নম্বর ঃ ০৩৮২৩ ২২২০৫২
৯৪৮৫১৪৭৮২৯ / ৭৬২৮০০৭০৭৯
২)শান্তিরবাজার থানা ঃ ৯৪৩৬৭৭৩৬০৭

পুলিশ সুপার
দক্ষিণ ত্রিপুরা

ICA-D-543/23

NOTICE INVITING TENDER (NIT)
PNIT No. : 10 /EE-V/AGT/PWD(R&B)/23-24 Dated 4th July ,2023

The Executive Engineer, Agartala Division No.V, PWD(R&B), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work: .Name of work :- Mtc.of various roads under the jurisdiction of Central-VIII Sub - division ,/PWD(R&B) during the year 2023-24/SH: Patch WBM, Patch soling, Re-carpeting, Grouting, Sand seal coat, mtc. of drain etc. Estimated Cost: Rs. 24,25,403.23, Bid Fee: Rs. 1,000.00

2. Name of Work :- Mtc. of road from Camper Bazar to SIPARD road via UPHC and road from A.D Nagar School trijunction to Ramthakur para and drain at North side of Kourabs Club under Central - VIII Sub- Division,PWD(R&B) during the year 2023-2024 / SH:Patch soling, Patch WBM, Re-carpeting, Grouting, RCC drain etc.
Estimated Cost: Rs. 24,26,963.22 Bid Fee: Rs. 1,000.00
Last date & time for online Bidding: 24th July,2023 upto 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer
Agartala Division No. V, PWD(R&B),
Agartala, West Tripura.

ICA/C-1291/23

PNIeT No:- 14/EE/PWD(DWS)/AMB/2023-24
Single bid Item rate e-tender is invited for the following work:-

Sl. NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No.08/EE/PWD(DWS)/AMB/2023-24 (2nd Call)	Rs. 547500.00	Rs. 10950.00	365 (three hundred Sixty five) days	Empanelled Class
2	DNIeT No.22/EE/PWD(DWS)/AMB/2023-24	Rs. 678900.00	Rs. 13578.00	365 (three hundred Sixty five) days	

- Last Date and Time for Document Downloading and Bidding : 24-07-2023 up to 15.00 Hrs
- Date and Time for Opening of BID : 25-07-2023 at 16.00 Hrs.
- Website for Document Downloading and Bidding at Application : **https://tripuratenders.gov.in**
- Tender Fee : ' **1000.00 each, (non refundable).**
- Depositing of Tender Fee & EMD to be done by online payment mode as specified in DNIeT through **https://tripuratenders.gov.in** for any query M-9436355955 / 03826-267230

All details are available in the **https://tripuratenders.gov.in / www.eprocure.gov.in/epublishing**

(Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

ICA/C-1287/23

SHORT NOTICE INVITING AUCTION NO. 03/EE(AGRI)/S/2023-24.

Sl. No	Name of Work	Reserve Value	Cost of Tender Documents	Earnest money	Last date & time for receipt of application	Date & time for issue of Tender Form	Bidding document selling Center	Bidding Document dropping Center	Dropping date & time	Date of opening
1.	Auction for Demolishing different types of abundant stores and dismantling hard drawn MS angel boundary fencing of progeny orchard , Gakulpur under Gomati District (DNIA NO- 03/EE(AGRI)/SOUTH/2023-24)	Rs.77,100.00	Rs.1,000/-	Rs.1928.00	During office on 15/07/2023 upto 3.00 PM	During office on & 17/07/2023 to 18/07/2023 at upto 3.00 PM	O/o. the Executive Engineer (Agri), Udaipur, Gomati, Tripura.	O/o. the Executive Engineer (Agri), Udaipur, Gomati.	Up to 3.00 PM on 18/07/2023.	19/07/2023 at 11.00 PM

(Er. B. Debbarma)
Executive Engineer(South)
Department of Agriculture & Farmers Welfare
South, Udaipur

ICA/C-1283/23

CLAIMANT NOTICE

Following articles (vehicle) were seized by the Forest Department, Sadar Forest Sub Division. Under sec -2 under section 52 (A) Indian Forest Act 1927 and rules made there under.

SL. No.	Name of Article	Registration No.	Engine No. & Chassis No.	Date & Time of seizure	By Whom
01.	TATA 407	TR01-AD-1541	Engine No:- Nil & Chassis No: - Nil	17.06.2023 at 12:15 pm	Sri Jewel Debbarma, FR, I/C FPU SADAR

Therefore, in exercise of power under Indian Forest Act it is contemplated to confiscate the said vehicle for its use in commission of forest offence. Therefore it is once again brought to the notice of legal owner of above mentioned seized articles to prefer his/her/their claim to the Authorized Officer (Sub Divisional Forest Officer Sadar Sub Division, Agartala.) within 25 (twenty five) days from the date of issue of the notice alongwith legal relevant documents supporting ownership, failing which the decision regarding the confiscation of all the article seized shall be taken ex-parte.

Issued under my seal and signature of this day on 23/06/23

(K. Debbarma, TFS)
Sub-Divisional Forest Officer
Sub-Divisional Forest Office
Sub Division

(K.Debbarma, TFS)
Sub Divisional Forest Officer
Sadar Sub Division, Agartala

ICA/D-546/23

সি-ডিভিশন : অ্যালেক্সের ডাবল হ্যাটট্রিক স্যাগকে নিয়ে ছেলেখেলা করলো আনন্দভবন

আনন্দ ভবন-৯ **স্যাগ-০**

(অ্যালেক্স- হ্যাটট্রিক সহ ৬, স্টিফেন,আরোবা,স্যামুয়েল)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। নিয়মরক্ষার ম্যাচে জ্বলে উঠলেন আনন্দভবনের ফুটবলাররা। বিধ্বস্ত করলো প্রতিনিয়ত অনুশীলনে থাকা সাই স্যাগকে। বড় ব্যবধানে জয় পেয়েও দ্বিতীয় স্থান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলো সুজিত ঘোষের আনন্দভবনকে। ৫ ম্যাচ খেলে ১০ পয়েন্ট পেয়ে 'এ' গ্রুপে দ্বিতীয় স্থান পেলো আনন্দভবন। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে ১১ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পাশাপাশি আগামীবছর দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলো এন এস আর সি সি। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বুধবার সকালে সাই স্যাগকে কার্যত চিড়ে খেলো আনন্দভবনের ফুটবলাররা। একা অ্যালেক্স নাভিশ্বাস তুলে দিলেন স্যাগের রক্ষণভাগের ফুটবলারদের। অ্যালেক্স একাই করলেন ৬ গোল। অ্যালেক্সের দৌলতেই ৯-০ গোলের বড় ব্যবধানে জয় পেলো আনন্দভবন। অপরদিকে ৫ ম্যাচ খেলে মাত্র ২ টি ম্যাচে পয়েন্ট ভাগ করে ২ পয়েন্ট নিয়ে আসর শেষ করলো স্যাগ। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে স্যাগের ফুটবলারদের মান নিয়েও। সারা বছর অনুশীলন করার পরও এত জঘন্য ফলাফল কেনও তার কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি স্যাগের কোচ সঞ্জয় কুমার চৌধুরি। ম্যাচের শুরু থেকেই পর্যাপ্ত প্রাধান্য নিয়ে খেলতে থাকে আনন্দভবনের ফুটবলাররা। বল দখলের লড়াইয়েও এগিয়ে ছিলো। সারা মাঠ কার্যত দাপিয়ে খেলেন আনন্দভবনের ফুটবলাররা। দলকে আক্রমণে নেতৃত্ব দেন অ্যালেক্স ডার্লং। ম্যাচের শুরুতেই অ্যালেক্স ডার্লংয়ের গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর থেকেই আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায় দলীয় ফুটবলারদের। শুরু হয় ক্রমাগত আক্রমণ। আর তাতেই চিড় ধরে স্যাগের রক্ষণভাগে। শেষ পর্যন্ত তা আর ঠিক হয়নি। এর সুযোগেই একেরপর এক জাল নাড়াতে থাকেন আনন্দভবনের ফুটবলাররা। তবে দের রক্ষণভাগের ফুটবলাররা আরও তেজী হলে ব্যবধান আরও বাড়তে পারতো। ম্যাচের ৩, ১১,২২,৫৩, ৬৭ এবং ৬৯ মিনিটে পর পর ৬ টি গোল করেন অ্যালেক্স ডার্লং। মূলত অ্যালেক্সের গতির কাছেই হার মানতে হলো স্যাগকে। এছাড়া দলের পক্ষে ১৩ মিনিটে স্টিফেন লালরেম ফেলা, ৪৭ মিনিটে এম স্যামুয়েল হালাম এবং ৫২ মিনিটে আরোবা মলশুম গোল করেন। ম্যাচটি পরিচালনা করেন শিবজ্যোতি চক্রবর্তী।

বি-ডিভিশন ফুটবল : জয় দিয়ে দারুন সূচনা ব্লাডমাউথ ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। জয় দিয়ে দারুণ সূচনা ব্লাড মাউথ ক্লাবের। ত্রিপুরা ফুটবলের এসোসিয়েশন আয়োজিত বি-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে আজ, বুধবার থেকে, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে। খেলা শুরুর আগে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের খাদ্য ও পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। বলে কিক মেরে লীগের সূচনা করেন প্রাক্তন ফুটবলার রাজেশ রায় চৌধুরী। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণব সরকার, সহ-সভাপতি, দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব, যুগ্ম সম্পাদক সহ সকল কর্মকর্তা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। খেলা শুরুর আগে অতিথিবৃন্দ দুদলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন। ম্যাচের শুরু থেকেই একপ্রকার আক্রমণাত্মক খেলে ব্লাডমাউথ ক্লাব প্রথমার্ধে এক-শূন্যতে লিড নেয়। ২৬ মিনিটের মাথায় প্রথম গোলটি হয় প্রীতম সরকারের পা থেকে। পরবর্তী সময়ে ভারতরত্ন সংঘের খেলোয়াড়রা গোলটি শোধ করতে বেশ কয়েকবার চেষ্টা করলেও সফল হয়নি।

দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে ম্যাচ এগোতে থাকে তবে খেলার ৭০ মিনিটের মাথায় ভারত রত্ন সংঘের ক্যালভিন ডার্লং একটি গোল করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। পরক্ষণে খেলায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। অবশেষে খেলার শেষ দিকে ৮৬ মিনিটের মাথায় আছইফাঙ জমাতিয়ার গোলে ব্লাড মাউথ দুই-একে লিড নেয়। শেষ পর্যন্ত আছইফাঙ-এর গোলটি জয় সূচক গোলের রূপ পায়। তিন পয়েন্ট অর্জন করে নেয় ব্লাড মাউথ ক্লাব। খেলায় অসদাচরনের দায়ে রেফারি বিজয়ী দলের স্ট্রাইকার প্রীতম সরকারকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি সত্যজিৎ দেব রায়, আদিত্য দেববর্মা, বিশ্বজিৎ দাস ও অসীম বৈদ্য। দিনের খেলা,ষ: বিকেল ৪:০০ টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে নাইন বুলেটস ক্লাব বনাম পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব।

বিলোনিয়ায় সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট ফাইনালের পথে সোনাপুর স্কুল 'বি' দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই। ফাইনালে যাওয়ার পথে এক কদম এগিয়ে গেলো সোনাপুর স্কুল 'বি' দল। টানা ২ ম্যাচে জয় পেয়ে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের টি-২০ আসরে। ৩ দলীয় আসরের প্রথম লিগের শেষ ম্যাচে সোনাপুর 'বি' দল ৯ উইকেটে পরাজিত করে রাধানগর স্কুলকে। পর পর দুই ম্যাচে পরাজিত হয়ে রাধানগর স্কুল অনেকটাই পিছিয়ে পড়লো। বিদ্যাপীঠ মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বুধবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে রাধানগর স্কুল নির্ধারিত ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ৭৬ রান করতে সক্ষম হয়। দল অতিরিক্ত খাতে যদি ৩২ রান না পেতো তাহলে দলীয় স্কোর হয়তোবা ৪০ রানের গন্ডি পার হতো না। দলের পক্ষে দলনায়িকা অপর্ণা রুদ্র ৩৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ এবং সুমি চক্রবর্তী ২৩ বল খেলে ১১ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। দলের ৫ জন ব্যাটসম্যান কোনও রান করেনি। সোনাপুর স্কুল 'বি' দলের পক্ষে জ্যোৎস্না ভৌমিক ১৪ রান দিয়ে ৩ টি এবং প্রীয়াশি রুদ্র পাল ১৮ রান দিয়ে ২ টি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে শুরুতেই মিতালী সেনকে (০) হারানোর পর সোনাপুর স্কুল 'বি' দলের হয়ে রুখে দাড়ায় পম্পা দাস এবং পূজা পাল। ওই দুজন কড়া প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এবং দলকে কাঙ্খিত জয় এনে দেয়। পম্পা ৪০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ রানে এবং পূজা ৫০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রানে অপরাজিত থেকে যায়। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৪০ রান। রাধানগর স্কুলের পক্ষে সুমিত চক্রবর্তী ৪ রান দিয়ে একমাত্র উইকেট টি পেয়েছে।

সি-ডিভিশন লিগ : এ-গ্রুপ

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
আরসিসি	৫	৩	২	০	১১-৫	১১
আনন্দ ভবন	৫	৩	১	১	১৯-৬	১০
জম্পুইজলা	৫	২	১	২	৮-৭	৭
ইকফাই	৫	২	১	২	৬-১০	৭
ওরিয়েন্টাল	৫	১	১	৩	৭-১০	৪
সাই স্যাগ	৫	০	২	৩	৩-১৬	২

দলীপ ট্রফির প্রথম সেমিফাইনালে পশ্চিমাঞ্চল-মধ্যাঞ্চলের লড়াই জমজমাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। দলীপ ট্রফির দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ শুরু হয়েছে আজ, বুধবার থেকে। বেঙ্গালুরুর আলুর ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচে পশ্চিমাঞ্চল খেলছে মধ্যাঞ্চলের বিরুদ্ধে। প্রথমদিনের খেলা শেষে পশ্চিমাঞ্চল দিনভর ব্যাট চালিয়ে ৯০ ওভার খেলে ৮ উইকেট হারিয়ে ২১৬ রান সংগ্রহ করেছে। এর আগে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস দিতে পশ্চিমাঞ্চল প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রথম দিনের খেলায় আজ কারও ব্যাটে শতক দেখা দেয় নি। তবে এ. শেঠ ১২৯ বল খেলে সর্বাধিক চুয়াত্তর রান পেয়েছে।

এছাড়া জাদেজার ৩৯ রান, পুজারার ২৮ ও ওপেনার পৃথ্বী শাহ-র ২৬ রান উল্লেখ করার মতো। মধ্যাঞ্চলের বোলার শিবম মাভি ৪৩ রানে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে দুর্দান্ত সাফল্য পেয়েছে। এছাড়া, আবেশ খান, আর ঠাকুর, সৌরভ কুমার ও সারাংশ জৈন প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে। রানের গড় ২.৪, পাশাপাশি হাতে উইকেট রয়েছে দুটি। আশা করা যেতে পারে, পশ্চিমাঞ্চল আড়াইশ-র মধ্যে প্রথম ইনিংস শেষ করে মধ্যাঞ্চলকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানাবে।

দলীপ ট্রফির দ্বিতীয় সেমিফাইনালে লীড নেওয়ার লক্ষ্যে দক্ষিণাঞ্চল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। প্রথম ইনিংসে লীড নেওয়ার লক্ষ্যে এগুচ্ছে দক্ষিণাঞ্চল। ২ শতাধিক রান সংগ্রহ করতে না পেরে কিছুটা পিছিয়ে উত্তরাঞ্চল। দলীপ ট্রফির দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচ আজ, বুধবার থেকে শুরু হয়েছে বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। দক্ষিণাঞ্চল বনাম উত্তরাঞ্চলের ম্যাচ। টস জিতে দক্ষিণাঞ্চল প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। উত্তরাঞ্চল ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে প্রায় অর্ধবেলা খেলে ৫৮.৩ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৯৮ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সর্বাধিক স্কোর উইকেট রক্ষক প্রবশিরাম সিং এর ৪৯ রান। এছাড়া, অঙ্কিত কুমারের ৩৩ রান উল্লেখ করার মতো। দক্ষিণাঞ্চলের বিদ্যার্থ কাবেরাপ্পা বোলিংয়ে দুর্দান্ত সাফল্য পেয়েছে ১৮ রানে পাঁচটি উইকেট দখল করে। এছাড়া, শ্রীকান্ত দুটি এবং ভাইসার, কিশোর ও ওয়াশিংটন সুন্দর পেয়েছে একটি করে উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে দক্ষিণাঞ্চল ১৭ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে চার উইকেট হারিয়ে ৬৩ রান সংগ্রহ করেছে। ময়াঙ্ক আগারওয়াল ৩৬ রানে এবং তিলক বার্মা ১২ রানে উইকেটে রয়েছে। উত্তরাঞ্চলের বালতেজ সিং ও হর্ষিত রানা দুটি করে উইকেট পেয়েছে।

বুধবার আগরতলায় বিভিন্ন বাজারে খাদ্য দপ্তরের অভিযান। ছবি নিজস্ব।

টাকা আত্মসাৎ করার লক্ষ্যে কুৎসা রটানোর চেষ্টার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। ঠিকাদারকে নিজের জীবনের অর্জিত টাকা তুলে দিয়ে মাথায় হাত পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ দুলাল দত্তের। টাকার অভাবে চিকিৎসা পর্যন্ত করাতে পারছেন না।২০১২ সালে ঠিকেদার গঠন দত্ত সহ আরো কয়েকজন মিলে কাজের পাঠনারশিপের পুজি হিসাবে বিশ লক্ষ টাকা কাজের জন্য গঠন দত্তের হাতে তুলে দেন বৃদ্ধ দুলাল দত্ত। সে কাজ২০১৬ সালে শেষ করে ফাইনাল বিলও হয়ে যায়। কিন্তু কাজের পার্টনার দুলাল দত্ত আজ পর্যন্ত কোন টাকাই পেল না। দুলাল দত্ত পেশায় একজন বাঁশ ব্যবসায়ী। বহু চেষ্টার পরও কোন মতেই টাকা ফিরে পাচ্ছে না ঠিকেদার গঠন দত্তের কাছ থেকে। টাকা চাইতে গেলে নাকি গঠন দত্তের ভাগিনা দিব্যেন্দু রায়ের বিভিন্ন হুমকির মুখে পড়তে হয় , এমনই অভিযোগ। এই ভাগিনা সিপিআইএম আমলে প্রভাব খাটিয়ে যেমন রাজ করেছে তেমনি বিজেপি ক্ষমতা আসার পর কয়েক জন বিজেপি নেতাদের বগল দাবা করে হয়ে উঠেছে ডন। এমনই গুঞ্জন রয়েছে এলাকা জুড়ে।এই দিব্যেন্দু রায়ও ঠিকেদারি কাজে পাটনারশিপে নেওয়ার নাম করে বহু মানুষের টাকা আত্মসাৎ করেছে বলে অভিযোগ করেছে। টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বললে দিব্যেন্দু রায় নাকি বিভিন্ন ভাবে হুমকি দেয় , ফলে ভয়ে মুখ খুলছে না অনেকে। দুলাল দত্ত এই টাকা পাওয়ার জন্য তৎকালীন সময়ে বিজেপির প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি গৌতম দত্ত গুপ্তের বাড়িতে, এমনকি সেই সময়ের বিলোনিয়া থানার ওসি রাজীব দেবনাথ , সেকেন্ড অফিসার স্মৃতিকান্তবর্ধনের কক্ষে, এবং হল চৌমুহনী আবুল কালাম আজাদ কমিউনিটি হলে দফায় দফায় আলোচনা করে এই টাকা দেওয়ার কথা বললেন নেতৃত্ব থেকে শুরু করে সকলে।পরে গঠন দত্ত রাজি হয় দুলাল দত্তের ২০ লক্ষ টাকা ফিরিয়ে দেবেন বলে। কিন্তু এর পরও সাত বছর অতিক্রান্ত। এখনো টাকা ফিরিয়ে দেয়নি। এমতাবস্থায় টাকা ফিরে পাওয়ার জন্য পুনরায় দুলাল দত্ত দ্বারস্থ হয় বিজেপি নেতা রাজু নাথ, সঞ্জু নমঃ, বাদল ভৌমিক ও রাজীব দত্তের। দুলাল দত্তের টাকা আদায় করে দেওয়ার জন্য ঠিকেদার গঠন দত্তের উপর চাপ দিলে, এই টাকা আত্মসাৎ করার লক্ষ্যে গঠন দত্ত ও ভাগিনা দিব্যেন্দু রায় ফন্দী করে বিলোনিয়া মহামায়া কালীবাড়ি মন্দিরের উদ্বোধনকে জড়িয়ে তোল্লা আদায় ও কাজ বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ তুললো রাজু নাথ, বাদল ভৌমিক, সঞ্জু নমঃ, রাজীব দত্ত এই চার বিজেপি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে।।অবশেষে বাধ্য হয়ে বিলোনিয়া মহামায়া কালীবাড়ি কমিটি দ্বারস্থ হয় বিলোনিয়া থানা ও আদালতের। ঠিকাদার গঠন দত্ত ও ভাগিনা দিব্যেন্দু রায়ের বিরুদ্ধে মামলা টুকলো বিলোনিয়া মহামায়া কালীবাড়ি কমিটির পক্ষ থেকে। দুলাল দত্ত সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখী হয়ে বলেন আমার পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে ঐ চার নেতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুললো দিব্যেন্দু রায়।

ডিডিটি ছড়ানোর কাজে নিযুক্ত কর্মীরা বিভিন্ন দাবীতে আন্দোলনে নামলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। ত্রিপুরা রাজ্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে অন্যতম ম্যালেরিয়া প্রবণ রাজ্য হিসেবে পরিচিত। কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যে ম্যালেরিয়া দমনে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এজন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ রয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবছর ডিডিটি জড়ানো হতো। মশার উপদ্রব দমনের জন্য এটি একটি প্রক্রিয়া। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে রাজ্যে এই প্রক্রিয়া স্বাস্থ্য দপ্তর বন্ধ করে রেখেছে। এর ফলে একদিকে যেমন মশার উপদ্রব বাড়ছে অন্যদিকে এই কাজে যুক্ত শ্রমিকরা কর্মহীন হয়ে পড়েছেন।

২৫ / ৩০বছর ধরে কাজ করলেও আজ অব্দি সরকার স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীন কর্মরত ডিডিটি ছড়ানোর কাজে যুক্ত কর্মীদের নিয়মিত করেনি।সেইসব কর্মীদের রেগুলার কিংবা কাজের কোনো ধরনের গ্যারান্টি দেয়নি। এবার কৈলাসহরের ম্যালেরিয়া ডিডিটি কর্মীরা আন্দোলনে নামলো। ৫জুলাই বুধবার বিকেলে কৈলাসহরের ম্যালেরিয়া ডি.ডি.টি কর্মীরা ঊনকোটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জে.বি ডারলং-এর নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়। ডি.ডি,.টি কর্মীরা জানায় যে, ২০২০সালের জুন মাসের পর থেকে চলতি বছর অব্দি তাদেরকে কাজ দেওয়া হচ্ছেনা। তাদেরকে কাজ না দেওয়ায় তারা বেকার হয়ে রয়েছেন। এর ফলে তারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছেন। সংসার প্রতিপালন করতে হিমসিম খাচ্ছেন। তারা বিষয়টি বেশ কয়েকবার দপ্তরের নজরে নিয়েছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। এমনকি, তারা স্থানীয় বিধায়ক সহ মন্ত্রীর কাছে লিখিতভাবেও জানিয়েছেন। তারপরও তাদের নিয়ে কেউ চিন্তা ভাবনা করছেন না বলে অভিযোগ। কৈলাসহর মহকুমায় ৩৬জন ম্যালেরিয়া ডি.ডি.টি কর্মী রয়েছেন এবং ঊনকোটি জেলায় ৭২জন ম্যালেরিয়া ডি.ডি.টি কর্মী রয়েছেন বলে ডেপুটেশনকারী ম্যালেরিয়া ডি.ডি.টি কর্মীরা জানিয়েছেন। সারা রাজ্যেই ম্যালেরিয়া ডি.ডি.টি কর্মীদের কাজ দেওয়া হচ্ছেনা বলেও জানান। তারা প্রকাশ্যেই জানান যে, ২৫ বছর কিংবা ৩০বছর ধরে কাজ করার পরও আজ তারা কর্মহীন হয়ে রয়েছেন। তাদের কাজের কোনো গ্যারান্টি নেই। তাদের ভবিষ্যত অন্ধকারময়। তাদের নিয়ে কেউ চিন্তা করেনা। এরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, তাদের সম্পুর্ন বিশ্বাস রয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা তাদের ব্যাপারে কিছু একটা করবেন। পাঁচ জুলাই ম্যালেরিয়া ডি.ডি.টি কর্মীদের ডেপুটেশনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডি.ডি.টি কর্মী বিশ্বজিৎ দেব, তপন মালাকার, অমল চন্দ্র দেব খালেক মিঞা, রাখাল মালাকার, গুঞ্জন দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

পথ দুর্ঘটনায় জখম বাবা ও ছেলে

বাসন্তী, ৫ জুলাই (হি. স.): টোটো ও ট্রাকের সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন বাবা ও ছেলে। বুধবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তীর তেঁতুলতলা এলাকায়।জখম ছেলে মিঠুন প্রামাণিক ও বাবা ধ্রুব প্রামাণিককে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন স্থানীয়রা। এখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের দুজনেরই অবস্থার অবনতি হলে কলকাতার চিত্তরঞ্জন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। বাবা ও ছেলে দুজনেই টোটোয় চেপে যাচ্ছিলেন, সেই সময় উল্টোদিক থেকে আসা একটি ট্রাক টোটোয় ধাক্কা মারলে গুরুতর জখম হন তাঁরা।

তপশীলি জাতি অংশের মানুষের কাছে সরকারী সুযোগ সুবিধা পৌঁছানো নিয়ে পর্যালোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। তপশীলি জাতি অংশের মানুষের কাছে সরকারী সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিচ্ছে ত্রিপুরা সরকার। আজ গোমতী জেলায় জিলা পরিষদ কার্যালয়ের বৈঠকে এমনটাই দাবি করলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

এদিন তিনি বলেন, তপশীলি জাতি কল্যাণ দপ্তর, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর এবং মৎস দপ্তরের গোমতী জেলার সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারদের নিয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। মূলত, এই বৈঠকে গোমতী জেলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে মাছ, ডিম, দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তাঁর দাবি, গোমতী জেলাকে স্বনির্ভর করে তুলতে এবং তপশীলি জাতি অংশের মানুষের কাছে সরকারী সুযোগ সুবিধা কতটুক পৌঁছানো হয়েছে তা নিয়েও আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। তাছাড়া, গোমতী জেলায় সাধারণ মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য মাছ, ডিম, দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা নিয়েও পর্যালোচনার বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছে।

উত্তর মহারানীতে কিছুদিনের মধ্যে শুরু হবে একলব্য বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ জুলাই।। মুঙ্গিয়াকামি উত্তর মহারানী এলাকায় কিছুদিনের মধ্যেই পথ চলা শুরু করবে একলব্য বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি চালু হলে এলাকার ছেলে-মেয়েরা উন্নত শিক্ষার সুযোগ লাভ করবে। এখানে একটি একলব্য বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই দাবি জানিয়ে আসছিলেন এলাকার জনগণ। অবশেষে তাদের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। বুধবার এই একলব্য বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে যান রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ। সঙ্গে ছিলেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা। আপাতকালের জন্য এই একলব্য বিদ্যালয়টি উত্তর মহারানীপুর এলাকায় বলরাম কোবরা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে পথচলা শুরু করবে। এর জন্য বিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি কক্ষকে একলব্য বিদ্যালয়ের জন্য সাজিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এদিনের এই পরিদর্শন কালে অতিদ্রুত কাজ সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দেন কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের। এদিন এই পরিদর্শনকালে তিনি আশা ব্যক্ত করেন যে, এই একলব্য বিদ্যালয়টি চালু হলে আগামী দিন এলাকার ছেলে মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে এই একলব্য বিদ্যালয়টি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করবে।। এ দিনের এই প্রতিনিধি দলে মন্ত্রী ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুঙ্গিয়াকামি আর.ডি ব্লকের বিডিও সহ মহকুমা প্রশাসনের অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু কিশোরের

আসানসোল, ৫ জুলাই (হি. স.): আসানসোলের কুলটি থানার চিনাকুড়ি-২ নম্বর এলাকায় স্নান করতে নেমে পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু হল এক কিশোরের। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত কিশোরের নাম মুকুল যাদব(১৭)। এদিন সকালে বাড়ির অদূরে পুকুরে স্নান করতে যায় মুকুল। আচমকাই সে পুকুরের জলে ডুবে যায়। খবর পেয়ে বাড়ির লোকেরা যান। তড়িঘড়ি কিশোরকে উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিন দুপুরে আসানসোল জেলা হাসপাতালে কিশোরের মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করা হয়। এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মামার হাঁসুয়ার কোপে মৃত্যু ভাগ্নের

সুতি, ৫ জুলাই (হি. স.): মুর্শিদাবাদের সুতি থানার বাজিতপুরে মৌচাক ভাঙা নিয়ে বচসার জেরে মামার হাঁসুয়ার কোপে মৃত্যু হল ভাগ্নের। বুধবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনার পরই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পাশাপাশি অভিযুক্ত মামাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।জানা গিয়েছে, শৌচালয়ের পাশে থাকা একটি মৌচাক ভেঙে যাওয়ায় মামা ও ভাগ্নের পরিবারের মধ্যে বচসা বাঁধে। দুই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। সেইসময় ভাগ্নেকে হাঁসুয়ার কোপ মারে মামা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ভাগ্নের। মৃতের নাম সোহেল শেখ (১৬)। পাশাপাশি গুরুতর জখম হন আরও দুজন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জটিল রোগে আক্রান্ত যমজ কন্যার পাশে দাঁড়িয়ে মোহনপুর পুর পরিষদ ও স্বাস্থ্য দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। দীর্ঘদিন ধরেই জটিল রোগে আক্রান্ত জমজ কন্যা। ঘটনা মোহনপুরের তারানগর এলাকায়। অবশেষে জটিলরোগে আক্রান্ত দুই যমজ কন্যার পাশে দাঁড়িয়েছে মোহনপুর পুর পরিষদ ও স্বাস্থ্য দপ্তর। বুধবার মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত দক্ষিণ তারানগর গ্রামের বাড়িতে গিয়ে যমজ কন্যার বাবার হাতে পুর পরিষদের ৫১ হাজার টাকার চেক তুলে দিয়েছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ।দক্ষিণ তারানগরের দীপক দাসের ১০ বছর বয়সী যমজ দুই কন্য জটিল রোগে আক্রান্ত। চার থেকে পাঁচ বছর ধরে তারা মারাত্মক শারীরিক সমস্যায় ভুগছে। জীবন বাঁচিয়ে রাখতে প্রতিদিন চারটি অক্সিজেন সিলিন্ডারের প্রয়োজন তাদের। প্রচুর দামী ওষুধও দুই বোনকে খেতে হয়। দীপক দাস মাংস বিক্রি করে কোনো রকমে সংসার চালান। মেয়েদের চিকিৎসা অত্যাধিক ব্যয়সাধ্য। এই অবস্থায় তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মোহনপুর পুর পরিষদ। বুধবার পুর পরিষদের ৫১ হাজার টাকার চেক দীপক দাসের হাতে তুলে দিয়েছেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে আরও সাহায্যের ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন তিনি। দীপক দাসকে নিয়ে এদিন রতনলাল নাথ চলে আসেন জি বি হাসপাতালের এম এস অফিসে।সেখানে হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত এম এস ডা: শংকর চক্রবর্তী ও স্বাস্থ্য সচিব উপস্থিত ছিলেন। রতনলাল নাথ জানিয়েছেন, আলোচনায় ঠিক হয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর বিনা পয়সায় যমজ বোনের প্রতিদিনের অক্সিজেনের ব্যবস্থা করবে। প্রয়োজনীয় ওষুধ দিয়েও দপ্তর সাহায্য করবে বলে মন্ত্রী জানান। মোহনপুর পুরো পরিষদ এবং মন্ত্রী রতন লাল নাথের এই সাহায্য পেয়ে পরিবারটি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

করিমগঞ্জ জেলায় পিএম কিষাণ যোজনার বিশেষ সহায়তা শিবির

করিমগঞ্জ (অসম), ৫ জুলাই (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার আটটি স্থানে আগামী বৃহস্পতি ও শুক্রবার পিএম কিষাণ যোজনার বিশেষ সহায়তা শিবির অনুষ্ঠিত হবে।করিমগঞ্জের জেলা কৃষি আধিকারিক জানিয়েছেন, ৬ জুলাই, বৃহস্পতিবার মর্জাতকান্দি ট্যালেন্ট অ্যাকাডেমি, পাথারকান্দি জিপি অফিস ও কেওয়টকোণা জিপি অফিসে এই বিশেষ শিবির অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া ৭ জুলাই, শুক্রবার গান্ধীনগর জিপি, বারইগ্রাম ইলাশপুর জিপি, লোয়াইরপোয়া বিডিও অফিস, কালিগঞ্জ জিপি এবং ভাঙ্গা জিপি অফিসে অনুষ্ঠিত হবে এই শিবির।শিবিরগুলিতে সুবিধাভোগীরা ই-কেওয়াইসি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টের আধার লিংক সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। তাই যে সকল সুবিধাভোগীদের সমস্যার সমাধান হচ্ছে না, তাঁদেরকে শিবিরগুলিতে এসে সমস্যার সমাধান করতে জেলা কৃষি আধিকারিক অনুরোধ জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, শিবিরে আসার সময় ব্যাংকের পাসবুক, আধার কার্ড, মোবাইল ফোন অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে এই শিবির অনুষ্ঠিত হবে।

প্রাথমিক শিক্ষকে ৩৯২৯ জনের নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানি পিছিয়ে গেল সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি. স.): প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে ৩৯২৯ জনের নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানি পিছিয়ে গেল সুপ্রিম কোর্টে। বুধবার বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু ও বিচারপতি সিটি রবি কুমারের ডিভিশন বেঞ্চে বুধবার এই মামলার শুনানির কথা ছিল। কিন্তু তা পিছিয়ে গিয়েছে। আদালতের নির্দেশ, ১২ জুলাই মামলার শুনানি হবে। সেই সঙ্গে প্রাথমিকে নিয়োগের মূল মামলার সঙ্গে জুড়ে যাবে এই মামলাটিও।২০১৬ ও ২০২০-তে ২০১৪ সালের টেটের ভিত্তিতে দু'টি নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ২০২০ সালের নিয়োগে ১৬,৫০০ পদে নিয়োগের কথা জানায় রাজ্য সরকার তথা পর্ষদ। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সব পদ পূরণ করা হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টে নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে উঠে আসে, ১৬,৫০০ পদের মধ্যে সাড়ে ১২ হাজার পদে নিয়োগ হয়েছে। অর্থাৎ, ঘোষণার পরও ৩৯২৯ পদে নিয়োগ হয়নি। এরপর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দেন, পর্ষদকে ৩৯২৯টি শূন্যপদে নিয়োগ করতে হবে। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ ছিল, ওই শূন্যপদের অধিকার ২০১৪ সালের টেট উত্তীর্ণদের। তাই তাঁদেরই নিয়োগ করতে হবে। পরে টেটে প্রশ্ন ভুলের কারণে মামলাকারীদের চাকরি দিতে নির্দেশ দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। এরপর পর্ষদ এবং ২০১৭ সালের টেট উর্তীর্ণদের একাংশ এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায়। বিচারপতি সুব্রত তালুকদার এবং সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চও এবিষয়ে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের রায়ই বহাল রাখে। শুধু মামলাকারীদের প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলেছিল সিঙ্গল বেঞ্চ। ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, সকলকেই চাকরি দিতে হবে। তারপরই শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল পর্ষদ।

ভোটে কেন্দ্রীয় মানবাধিকার কমিশনারের নজরদারির অনুমতি নেই

কলকাতা, ৫ জুলাই (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ভোটে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পর্যবেক্ষক নিয়োগের প্রয়োজন নেই জানিয়ে দিল কলকাতা হাই কোর্ট।হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটের অশান্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য আস্থা রেখেছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের উপর। বুধবার হাই কোর্ট কেন্দ্রীয় মানবাধিকার কমিশনকে জানিয়ে দেয়, পঞ্চায়েত ভোটে বাংলায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পর্যবেক্ষক নিয়োগের কোনও প্রয়োজন নেই।ভোটে অশান্তির কথা জানিয়ে রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটে নিজেদের পর্যবেক্ষক নিয়োগের কথা বলেছিল কেন্দ্রীয় সংস্থাটি। কিন্তু রাজ্য নির্বাচন কমিশন তার বিরোধিতা করে। কলকাতা হাই কোর্টে নির্বাচন কমিশন বলে, ভোট সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে নজরদারি এবং যে কোনও সমস্যা সমাধানের দায় নির্বাচন কমিশনের। তারাই এ ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রীয় মানবাধিকার কমিশন তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল কলকাতা হাই কোর্টে। কিন্তু রাজ্য নির্বাচন কমিশন তার বিরোধিতা করে। কলকাতা হাই কোর্টে নির্বাচন কমিশন বলে, ভোট সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে নজরদারি এবং যে কোনও সমস্যা সমাধানের দায় নির্বাচন কমিশনের। তারাই এ ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান।প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে শুনানি হয় মামলাটির। কিন্তু মামলার রায়দান স্থগিত রেখেছিল প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।বুধবার রায় ঘোষণা হল। কলকাতা হাই কোর্ট জানিয়ে দিল, পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রের মানবাধিকার কমিশনের পর্যবেক্ষক নিয়োগের কোনও প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ, এ ব্যাপারে পরোক্ষে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের উপরেই আস্থা রাখল হাই কোর্ট।মঙ্গলবারের শুনানিতে কমিশনের আইনজীবী বলেছিলেন, "রাজ্যে ২০১৮ এবং ২০২১ সালের ভোটের সময়ে অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সে জন্যই আমরা রক্ষকের ভূমিকা পালন করতে চেয়েছি। মানবাধিকার যেখানে নিত্যদিন খর্ব হচ্ছে, সেখানে আমরা মুখ ঘুরিয়ে থাকতে পারি না।"কিন্তু কমিশনের এই যুক্তির পাল্টা যুক্তি দিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশন বলে, "মানবাধিকার কমিশনের এই কাজের নেপথ্যে আদতে রাজনৈতিক মদত কাজ করছে। নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান যেখানে আইনশৃঙ্খলা নজরে রাখছে, সেখানে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান না হয়েও মানবাধিকার কমিশন হস্তক্ষেপ করতে আসছে কেন?" অবশেষে বুধবার দেখা গেল রায় গিয়েছে নির্বাচন কমিশনের পক্ষেই।

হাইলাকান্দির নবোদয় বিদ্যালয়ে ভর্তির অনলাইন পোর্টাল চালু

হাইলাকান্দি (অসম), ৫ জুলাই (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার অন্তর্গত মনাছড়ায় অবস্থিত জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য অনলাইন পোর্টাল চালু হয়েছে।পোর্টালের লিংক www.navodaya.gov.in। আগামী ১০ আগস্ট পর্যন্ত এই লিংক খোলা থাকবে বলে মনাছড়ার জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন।

শিলচর ও লক্ষ্মীপুর মহকুমার চাল বরাদ্দ

শিলচর (অসম), ৫ জুলাই (হি.স.) : কাছাড় জেলার শিলচর এবং লক্ষ্মীপুর মহকুমার জন্য মে মাসের খাদ্য সুরক্ষা যোজনার মোট ৬১,৮২৯.৮৫ কুইন্টাল চাল জেলার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত সমবায় সমিতির মাধ্যমে বণ্টন করা হবে।এর মধ্যে শিলচর মহকুমার জন্য অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার চাল ১০,৫১০.১৫ কুইন্টাল, প্রায়োরিটি হাউজহোল্ডে ৪১,১৮৭.৫ কুইন্টাল, লক্ষ্মীপুর মহকুমার অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার চাল ২,২৭৬.৭৫ এবং প্রায়োরিটি হাউজহোল্ডের জন্য ৭,৮৫৫.৪৫ কুইন্টাল চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। খাদ্য সুরক্ষার বিধান অনুসারে সমস্ত সুবিধাভোগীদের অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার অধীনে কার্ডপ্রতি ৩৫ কেজি এবং প্রায়োরিটি হাউজহোল্ডের জন্য বিনামূল্যে মাথাপিছু ৫ কেজি করে চাল দেওয়া হবে।

বুধবার আগরতলায় সিটি সেন্টারের সামনে এমবিবিএস নেক্সট এক্সামের বিরুদ্ধে ধর্ণা এআইডিএসওর। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।